

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৫: বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

প্রশ্ন ▶ ১ আবুল কালাম 'য' রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তিনি এমন এক সূর্য যার চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়।

/সকল বোর্ড ২০১৮/ গ্রন্থ নং ৫: উজ্জ্বল শহীদ সুকল এভ কলেজ, ঢাকা। গ্রন্থ নং ৭/ ক. মন্ত্রণালয় কী? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আবুল কালামের সাথে তোমার পঠিত কোনো পদের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ জাতির আশা-আকাঞ্চকার প্রতীক- বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয় হলো সচিবালয়ের একটি প্রশাসনিক শাখা।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে বিচারকদের স্বাধীনতাবে বিচার কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা সুস্থিতাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের মাপকাটি হলো সে দেশের বিচার বিভাগ কার্য সম্পাদনে কতটুকু স্বাধীন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তুতি হিসেবে বিবেচিত। জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবিধান এবং আইন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরি।

গ উদ্দীপকের আবুল কালামের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী। তিনি হলেন শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা গঠিত ও পরিচালিত হয়। তার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধান করেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি একাধারে দলের নেতা, সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা এবং জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংবিধানের প্রতীক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল কালাম 'য' রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তিনি এমন এক সূর্য যার চার দিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়। উদ্দীপকের 'য' এর মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার নেতৃত্বেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়। আর তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পদের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির আশা আকাঞ্চকার প্রতীক।

একটি দেশের জনগণ তাদের সরকারের ওপরই সর্বোত্তমাবে নির্ভরশীল। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। এ ব্যবস্থায় জনগণ প্রধানমন্ত্রীকেই তাদের মূল আশ্রয় করে মনে করে। তার ওপর দেশের উন্নতি, অবনতিত, জনগণের আশা-আকাঞ্চকার প্রতিফলন প্রভৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাই প্রধানমন্ত্রী এ দেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকারী। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পর্যন্ত

সব বিষয়ের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট। দেশের উন্নয়নে সব ধরনের পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। সরকারের যেকোনো ব্যর্থতা তার ওপর বর্তায়। এ কারণে তৃপ্তমূল থেকে জাতীয় সব পর্যায়েই তাকে নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। তিনি জরুরি পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক সংকট প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনগণের পাশে দাঁড়ান, সহমর্মিতা প্রকাশ করেন এবং বন্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে ভরসা দেন। জাতীয় নিরাপত্তা ও সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশের মতো সংসদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর যথাযথ ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তাদের আশা-আকাঞ্চকার বাস্তবায়ন ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পদটি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হলেন জাতির আশা-আকাঞ্চকার প্রতীক।

প্রশ্ন ▶ ২ রাজধানীর শ্যামপুর থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন চান মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত চান মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। /চ. বো: ৩৭/ গ্রন্থ নং ৪/

ক. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কে? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কী? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কাজ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করার ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ধারণাটির উভয় হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকারী হিসেবে বিচার বিভাগ এর শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গুল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। বিচার বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। তেমনি শাসন বিভাগের কোনো কাজ সংবিধানসম্বন্ধে না হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিত্রাত্ব বজায় রাখতে বিচার বিভাগ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা: (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ।

রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজনবোধ করবেন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট এবং স্থায়ী বেঞ্চ

গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার প্রাপ্ত করবেন।

সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আর বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

৩. উল্লিখিত উদ্দীপকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আদালত বা বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্য।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ বা আদালত ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকর্ত হিসেবে কাজ করে। আদালত ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রাণিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অন্বৰ্ত্তীকার্য।

আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো আদালত। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে বিচার বিভাগ বা আদালত তার সুরাহা করে। সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে আইনের শাসন বাধ্যগ্রস্ত হয়। সরকারের ক্ষমতার অপর্যবহর রোধ করতে আদালত নানা কৌশল প্রয়োগ করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লঙ্ঘন, ক্ষতি হলে বিচার বিভাগ স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত স্ব-প্রশংসিত হয়ে সুযোগেটো বুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা আদালত বা বিচার বিভাগের কাজ।

প্রশ্ন ৩ বিটেনের সরকার প্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সে দেশের সরকার প্রধান আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন। তবে তিনি আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে বিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানের নামে সকল কার্য সম্পাদিত হয়।

/জ. বো. ১৭/ এপ্র. নং ৫/

- | | |
|--|---|
| ক. জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? | ১ |
| খ. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন লেখো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিটেনের সরকার প্রধানের সাথে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সাদৃশ্য দেখাও। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধানের পদমর্যাদাগত পার্থক্য নির্ণয় কর। | ৪ |

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এরা সংসদ সদস্যদের স্বারা নির্বাচিত হবেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিটেনের সরকার প্রধানের সাথে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তার নিয়োগ এবং কাজের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের মিল লক্ষণীয়।

বিটেনের সরকার প্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। সংবিধান অনুযায়ী যে সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাকেই রাষ্ট্রপতি সংসদের আস্থাভাজন সদস্য বলে মনে করেন। আবার, বিটেনের সরকার প্রধান আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন। তবে তিনি আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীই জাতীয় সংসদের নেতা বলে বিবেচিত হন। সংসদ নেতা হিসেবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই মুখ্য। সংসদের উপায়িত কোনো বিল পাস না হলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। তবে এতো ক্ষমতা সত্ত্বেও তার কাজের জন্য আইনসভায় তাকে জবাবদিহি করতে হয়। এই আলোচনা থেকেই উদ্দীপকের সরকার প্রধান এবং বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বেশকিছু পদমর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান, সরকার প্রধান নন। রাষ্ট্রপ্রধান রূপে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করেন। তিনি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো কর্ম করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নামমাত্র শাসক। উদ্দীপকের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকের রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাংলাদেশে এ রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।

আবার উদ্দীপকের বিটেনের রাষ্ট্রপ্রধান তার কাজের জন্য আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কেবল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কারো নিকট দায়িত্ব নন। তিনি আইনসভার নিকটও জবাবদিহি করেন না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। তিনি সংবিধান অনুসারে তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করেন। কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়া সব সময়ই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো কিছু করা বা না করার জন্য তাঁকে আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ও উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ৪ 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ নির্বাচিত বিভাগ হতে পৃথক। কিন্তু নিম্ন আদালতের বিচারকরা সরকারের আজ্ঞাবাহ। বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ সরকারকে মন্ত্রগালয়ের হাতে ন্যস্ত। বিচার বিভাগের জন্য আলাদা কোনো সচিবালয় নেই। বিচারকরাও তাদের দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়।

/জ. বো. ১৭/ এপ্র. নং ৫/

- | | |
|---|---|
| ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? | ১ |
| খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝা? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কি স্বাধীন? তোমার উত্তরের সমক্ষে যুক্তি দেখাও। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের দেশের বিচার বিভাগের সাথে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে সরাসরি যেসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো কে বোঝায়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকার তথ্য নির্বাচী বিভাগ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। এই সংস্থাগুলোর সভাপতি ও সদস্যগণ নিদিষ্ট মেয়াদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন, এটার্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ স্বাধীন নয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য শর্ত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই বিভাগের স্বাধীনতার জন্য যে বিষয়গুলো আবশ্যিক উদ্দীপকের বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সেগুলো অনুপস্থিত।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের নিম্ন আদালতের বিচারকরা সরকারের আজ্ঞাবহ, এদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ সবকিছুই মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত। এ খানের বিচারকরা তাদের দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়। অধিক স্বাধীন বিচারবিভাগ সুষ্ঠুভাবে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করতে পারে। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও অন্যান্য শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করাই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। স্বাধীন বিচার বিভাগের বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এছাড়া রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে না। তবে বিচারকগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন। বিচারকগণের বদলি পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির মতামতই কার্যকর করা হয়। স্বাধীন বিচার বিভাগের এই বিষয়গুলো 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে নেই। তাই 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে স্বাধীন বলা যায় না।

ঘ উদ্দীপকের দেশের বিচার বিভাগের সাথে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কিছু মিল থাকলেও যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের একটি বিভাগ হিসেবে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছে। 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ নির্বাচী বিভাগ থেকে পৃথক হলেও অন্যান্য বিষয়গুলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশে আইনের বিধান অনুযায়ী অধিস্তন আদালত রয়েছে। রাষ্ট্রপতি এসব আদালতের বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ ক্রমে জেলা বিচারক নিয়োগ প্রদান করেন। বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণ, কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান ও অন্যান্য বিষয়ে শুভঙ্গ বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশে 'ক' রাষ্ট্রের ন্যায় বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় না থাকলেও বিচারকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে

ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণপূর্বক যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মীয় নির্ধারণ করে থাকে। তারা অন্যায়ের শাস্তিবিধান এবং নির্দেশ ব্যক্তিকে অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, প্রকৃত অর্থ ও কার্যকারিতা নির্ধারণ এবং আইনকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করে থাকে। আর এভাবে এটি নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় 'ক' রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অপেক্ষা বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অধিক স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করছে।

এবং **৫** মি. জেমস জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।

দল বোঁ ১৭। গ্রন্থ নং ৭। ব বোঁ ১৭। গ্রন্থ নং ৮।

ক বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইনজীবী কে?

খ সচিবালয় বলতে কী বোঝায়?

গ উদ্দীপকের ব্যক্তির সাথে বাংলাদেশের কোন পদের নিয়োগ ও পদমর্যাদা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারের প্রধান আইনজীবী হলেন এটার্নি জেনারেল।

খ সচিবালয় বলতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহ নিয়ে গঠিত প্রশাসনিক সংস্থাকে বোঝায়।

সচিবালয় হলো একটি দেশের তথা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সরকারি যাবতীয় কর্মসূচি ও সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়। সচিবালয় বিভিন্ন প্রকল্প ও বন্ধুবায়ন করে। সর্বোপরি দেশের প্রশাসন যত্ক্রে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদনকারী দপ্তরই হলো সচিবালয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের নিয়োগ ও পদমর্যাদার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই এদেশ পরিচালনা করেন। এই সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন প্রধানমন্ত্রী হন। আর তিনিই দেশের শাসনব্যবস্থার মূল স্তৰ। উদ্দীপকটিতে উল্লিখিত নিয়োগ পদ্ধতি ও পদমর্যাদা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উদ্দীপকের মি. জেমস সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জন করেছেন। এ কারণে রাষ্ট্রপতি তাকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দান করেন। যদি কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে রাষ্ট্রপতি এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন যিনি সংসদের সমর্থন লাভ করেন। নিয়োগ লাভের পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকার তথা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তিনিই বাংলাদেশ সরকারের প্রধান। তার নির্দেশ ও পরামর্শেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী যদিও রাষ্ট্রপতি কাজ করেন। মোটকথা প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান, সংসদের নেতা ও মন্ত্রিসভার প্রধান। অর্থাৎ দেশের শাসনব্যবস্থার মূল স্তৰ। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জেমস এর নিয়োগ ও পদমর্যাদা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ও পদমর্যাদার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিচে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—
সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী হলেন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার যে তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন তারাই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত নির্বাচী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ দান করেন। আইন, বিচার, শাসন ও পররাষ্ট্রবিষয়ক সকল কর্তৃত প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। মন্ত্রিসভার নেতা হিসেবে মন্ত্রিসভায় কারা থাকবেন এবং কতজন থাকবেন তা প্রধানমন্ত্রীই নির্ধারণ করেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত সংসদের কার্যসূচি নির্ধারণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সরকারি উচ্চপদে কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রদূত ও সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী কেবল সংসদের নেতা নন, তিনি তার নিজ দলেরও প্রধান। দলের স্বার্থ রক্ষা, এক্য ধরে রাখা, দলের সাফল্য প্রড়তি বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা তার কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। এ জন্য তিনি সরকারি কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং সময়োপযোগী বিবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান করেন।
পরিশেষে বলা যায়, সংসদীয় সরকারের সফলতা প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি ও কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে। তাই বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রভৃতি ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

প্রম ► ৬ জনাব 'X' ও জনাব 'Y' দেশের দুটি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাচী ক্ষমতা জনাব 'X' এর নামে গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। এমনকি দেশের সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দানের জন্যও তাকে জনাব 'Y' এর সাথে পরামর্শ করতে হয়।

ক্র. বো ১৭। গ্রন্থ নং ৭। চ. বো ১৭। গ্রন্থ নং ৮।

- ক. কোরাম কাকে বলে? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'X' এর সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'Y' এর পদমর্যাদা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম শুরু করা যায় তাকে কোরাম বলে।

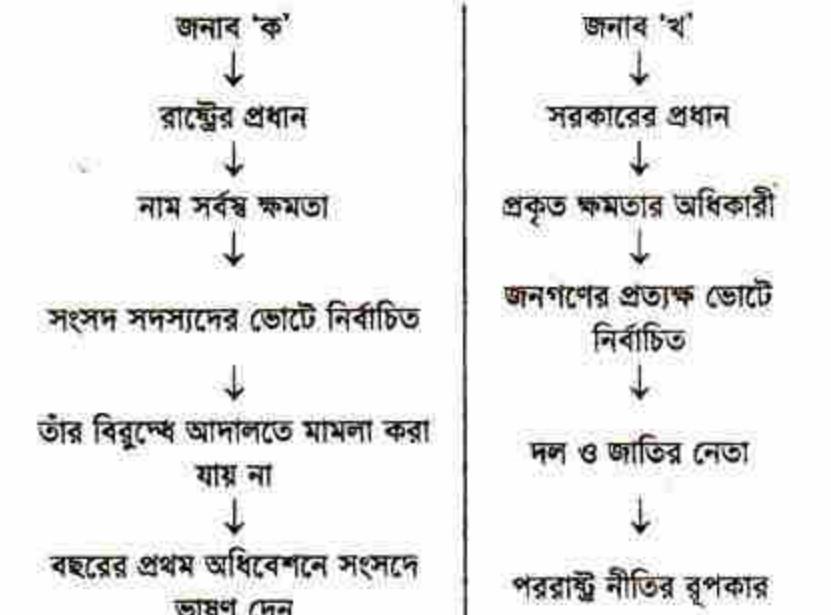
খ ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার স্তুতি হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার বিভাগের ওপর আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সর্বোপরি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুরোধ।

গ সূজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রম ► ৭



ক্র. বো ১৭। গ্রন্থ নং ৬।

- ক. কোরাম কাকে বলে? ১
- খ. স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২
- গ. উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের কোন পদাধিকারীর মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'খ' এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের কাজ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

খ স্থানীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) বৃহত্তর সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পেছনে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) এর ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয় দাবিদার। স্থানীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচিসহ নামবিধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দরিদ্র ও প্রাতিক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য ও বঞ্ছনা থেকে রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত এবং আইনের শাসন সুসংহত করার ক্ষেত্রে এ সংস্থার ভূমিকা অগ্রগণ্য।

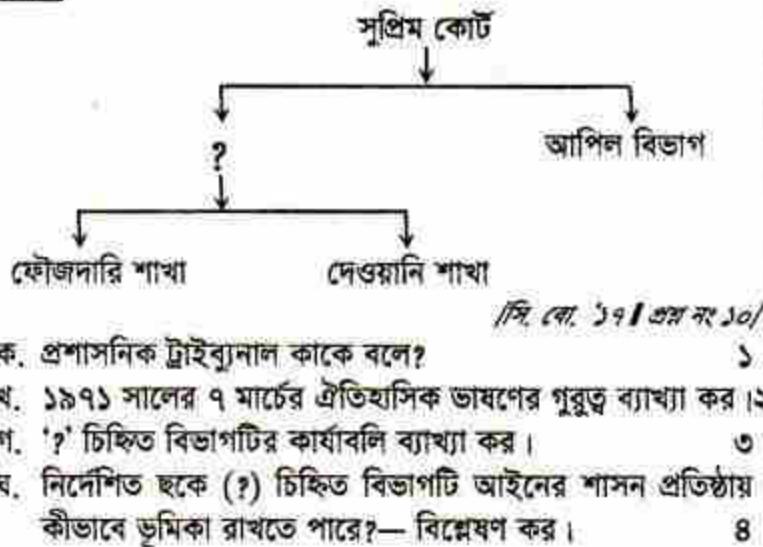
গ উদ্দীপকের জনাব 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাচী কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের জনাব 'ক' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরই নামান্তর মাত্র।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' রাষ্ট্রের প্রধান। তবে তার ক্ষমতা নাম সর্বোচ্চ। তিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত। তার বিবুন্দে আদালতে মামলা করা যায় না। তিনি বছরের প্রথম অধিবেশনে সংসদে ভাষণ দেন। একই ভাবে জনাব 'ক' এর মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। তার নামে নির্বাচী কার্য সম্পাদন করা হলেও তিনি মূলত কিছুই করেন না। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে

সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জন্ম 'ক' এর সাথে বাংলাদেশের শাসনতাত্ত্বিক প্রধান রাষ্ট্রপতিই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব সৃজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৮



৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের ১১৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মচারী ও রাষ্ট্রিয়ত্ব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় আইনের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল বলে।

খ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা। যে কারণে এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সমগ্র জনতা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের প্রতিহত করতে থাকে। মূলত তার এ ভাষণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। এজন্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

গ '?' চিহ্নিত বিভাগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগ।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ নিয়ে গঠিত। হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা অধিস্থান সকল আদালত তথা দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাখা তদারকি ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ছকে (?) চিহ্নিত বিভাগটি দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ছকে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্ট এর দৃটি বিভাগ (?) চিহ্নিত ও আপিল বিভাগ। (?) চিহ্নিত বিভাগটির অধীনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাখা, যেটি হাইকোর্ট বিভাগের অধিস্থান শাখা। শাসনতন্ত্র ও আইন দ্বারা প্রদত্ত সকল আদি ও আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের। এ মর্মে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংক্রুত ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপর্যুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধিস্থান আদালতে বিচারাধীন

কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং স্বয়ং মামলাটি মীমাংসা করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধিস্থান আদালত ও ট্রাইবুনালের ওপর তত্ত্ববধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তাই বলা যায়, (?) চিহ্নিত বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগের কার্যাবলীর পরিধি বিস্তৃত।

ঘ (?) চিহ্নিত বিভাগটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হাইকোর্ট বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুশাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর এটি নিশ্চিতকরণে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। বিচারব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। আর বাংলাদেশ বিচারব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, এটি হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের সময়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব ন্যস্ত। হাইকোর্ট বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সহায়তায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন সংরক্ষণ করতে পারে। কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার বর্বর হলে তিনি হাইকোর্ট বিভাগের আশ্রয় নিতে পারেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যেন সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারেও হাইকোর্ট বিভাগ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কেউ বঞ্চিত হলে হাইকোর্ট বিভাগ তাকে যথাযথ সহায়তা দিয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও হাইকোর্ট বিভাগ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৯ কাজল অনেকদিন থেকে প্রবাস জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশে বেড়াতে এসে তিনি প্রবাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কথা বলছিলেন। তার বন্তব্য সেখানকার সংবিধান রাষ্ট্রপতিরে প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা প্রদান করেছে। রাষ্ট্রপতি যে কাউকে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিতে পারেন, আবার যে কাউকে পদচুত করতে পারেন। অর্থাৎ তার প্রবাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

/ই বি. ১৭/ গ্রন্থ নং ৮/

ক. বাংলাদেশ সরকার প্রধানের পদ কী? ১

খ. বাংলাদেশের মন্ত্রী পরিষদের গঠন বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পার্থক্য দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশে কি কখনও উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার ব্যবস্থা চালু হিসেবে দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকার প্রধানের পদ প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশে সরকার পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এর নেতা। তিনি যেরূপ সংখ্যক প্রয়োজন মনে করবেন, সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রিগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিত্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। তবে এর সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার এক দশমাংশের বেশি হবে না। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ি থেকে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে মন্ত্রিসভাও ভেঙ্গে যায়।

৬ উদ্দীপকের কাজলের বক্তব্য অনুসারে তার প্রবাস রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার সাথে সামৃদ্ধিকী। আমরা জানি, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের লোকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতির সত্ত্বেও ওপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। উদ্দীপকের কাজলের প্রবাস রাষ্ট্রে আমরা অনুরূপ সরকার কাঠামোই লক্ষ করি।

নিচে উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পার্থক্য দেখানো হলো—

উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতিকে সেখানকার সংবিধানে প্রকৃত শাসকের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করেনি। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতাত্ত্বিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হলেও কোনো নির্বাচী ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। আবার উদ্দীপকের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যে কাউকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ, আবার যে কাউকে পদচ্যুত করতে পারলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দণ্ড বর্ণন করেন। উদ্দীপকের প্রবাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দু-একটি ব্যক্তিগত ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের রাষ্ট্রপতি তার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিক্রমে আসলে নামমাত্র প্রধান।

৭ হ্যা, বাংলাদেশে উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা চালু ছিল।

ঝুঁধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রথমে সংসদীয় গণতাত্ত্বিক ব্যবস্থা চালু হলেও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে আওয়ামী লীগ নেতৃ খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব লাভ করেন বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম। এরপর ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান জয়লাভ করেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ নামের রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালের ২৯ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যর্থনায় জিয়া নিহত হলে সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হন। আব্দুস সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতিবিহীন এক অভ্যর্থনার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সৈরশাসক হিসেবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। ৯০ এর গণতাত্ত্বানে তার পতনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরায় চালু হলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার অবসান হয়।

এভাবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মূলত সেনা শাসন আমলেই দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা চালু ছিল। দেশে সেনা শাসন বহাল রেখে সুবিধামতো সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ নির্বাচন সম্পর্কে করে বেসামরিক শাসন চালু করেন। বস্তুত তাদের অগণতাত্ত্বিক শাসন, জনগণের ভোটাধিকার হ্রণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কার্যকলাপ দেশের জনগণকে বিকুল্ব করে তোলে। অবশেষে ১৯৯১ সালে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসিত তথা সেনা শাসনের পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার অন্তরালে সেনাশাসন চালু ছিল। তখন রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একজগতাবে পরিচালনা করতো।

প্রশ্ন ► ১০ বাংলাদেশ তার ভাই-এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে ভাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার নিম্ন আদালতের রায়ে বাংলাদেশ সন্তুষ্ট নন। ফলে তিনি ঢাকার উচ্চ আদালতে আপিল করেন। মামলার শুরু থেকে আপিলের রায় পর্যন্ত মোট ১৪ বছর অতিবাহিত হয়। /ফ.বে. ১৭/ গ্রন্থ নং ৬/ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্য পদের ন্যূনতম বয়স কত বছর?

১. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝা?

২. বাংলাদেশ যে আদালতে আপিল করেন তার পঠন বর্ণনা কর।

৩. “উচ্চ আদালত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে।” —

৪. বিশ্লেষণ কর।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্য পদের ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর।

খ মৌলিক অধিকার বলতে আমরা রাষ্ট্রপদত সেবন সুযোগ-সুবিধাকে বুঝি যা ব্যক্তিত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্রে কর্তৃক বলবৎকৃত হয় সেইগুলোই মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার ব্যক্তিত সভা জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্তোষিত থাকে। গণতাত্ত্বিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার।

গ উদ্দীপকের বাংলাদেশ যে আদালতে আপিল করেন তার নাম হলো সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এটি ঢাকা শহরের রূমনায় অবস্থিত। সুপ্রিম কোর্ট সচরাচর হাইকোর্ট নামে পরিচিত; কারণ স্বাধীনতার পূর্বে এই ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চ আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। উদ্দীপকের বাংলাদেশ এ আদালতেই আপিল করেন। নিচে বাংলাদেশের আপিলকৃত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের গঠন বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত, যথা: হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেৰূপ সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উচ্চ বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ বিচার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঝুঁধীন। রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ঘ উচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। উক্তিটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ মর্মে সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংকুল ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করতে এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্টের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধিস্থন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত; তখন হাইকোর্ট বিভাগ উচ্চ আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বয়ং মীমাংসা করবেন।

সংবিধানের ১০৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে আপিল বিভাগের।

তাহাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে, এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নিকট। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের ঘোষিত রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভা প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধানের পরিপন্থ হয় তাহলে সে আইনকে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সামনে কেউ যদি বিচার প্রার্থী হয়ে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধানবিরোধী এবং সেই অবৈধ আইন দ্বারা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহলে বিচারকরা সেই আইনের বৈধতা চ্যালেজ করতে পারেন। সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ১১ নূরুল ইসলাম 'ক' রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচী। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তাকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। *বি. রো. ১৭/গ্রন্থ নং ২/*

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ১

খ. শাসন বিভাগ বলতে কী বোঝা? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নূরুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কোনো পদের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পদ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক— বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

খ আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি অঙ্গ বা বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ একটি।

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই দেশ পরিচালনা করেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়। এই সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনিই শাসনব্যবস্থার মূলস্তৰ। তার নেতৃত্বে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়।

গ. সূজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ১২ জলি সরকারের এমন একটি বিভাগের প্রধান, যে বিভাগ দেশ পরিচালনার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে। উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যক্তিত করা ধার্য বা মণ্ডকুফ করা যায় না। নির্বাচী বিভাগও উক্ত বিভাগের নিকট দায়ী। *বি. রো. ২০১৬/গ্রন্থ নং ৮/ সংজ্ঞাব প্রতিক্রিয়াক মডেল স্কুল এন্ড ইনসিজেজ ইনসিজেজ চৱ্বা/গ্রন্থ নং ১/*

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জলি সরকারের যে বিভাগের সদস্য সেটির কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের কোন বিভাগের কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই এ বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল'— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচার।

খ আইনসভা প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। যদি আইনটি বা সিদ্ধান্তটি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় তবে বিচার বিভাগ তা বাতিল করে দিতে পারে। বিচার বিভাগের এ ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

গ উদ্দীপকে জলি সরকারের যে বিভাগের সদস্য সেটির কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল আছে।

উদ্দীপকের জলি তার দেশের যে বিভাগের প্রধান সে বিভাগ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইন বিভাগও আইন সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত।

সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে এই বছরের জন্য অনুমতি আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করে আইন বিভাগ। তদুপ জলি তার দেশের যে বিভাগের প্রধান সেই বিভাগের কাজও হলো সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা।

কর ধার্য বা মণ্ডকুফের দিক থেকেও জলির দেশের আইন বিভাগের সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল রয়েছে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাচী বিভাগের হাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃত নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী।

ঘ জলি আইন বিভাগের প্রধান তথা সিপকার। 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই আইন বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল' আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

সংসদ সদস্যরা সংসদের প্রাণ। প্রতিটি সংসদ সদস্যই আইন প্রণেতা। তাদের সাঠিক ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে। আর এই সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান সিপকার। সিপকারের ভোটকে কাস্টিং ভোট বলা হয়। আইনসভায় যে আইন পাস হয় তার পক্ষে-বিপক্ষে সংসদ সদস্যরা অংশ নিয়ে থাকে। এতে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির উত্তর হয় যে, পক্ষ-বিপক্ষ সমান ভোট দিয়েছে। তখন এক পক্ষে ভোট দিয়ে সিপকার তার মীমাংসা করেন, যা কাস্টিং ভোট নামে পরিচিত। কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে সিপকার সংসদে বিবাদের মীমাংসা করে থাকেন। যে বিধি দ্বারা সংসদ পরিচালিত হয় তাই কার্যপ্রণালি বিধি। আর কার্যপ্রণালি বিধি নিয়ন্ত্রণ করেন সিপকার। সুতরাং, সিপকার সহজেই অনুময় যে, সিপকার উন্নিষিত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে আইন বিভাগকে সফল করে তোলেন। আর এ কারণেই বলা যায়, সিপকার 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই আইন বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল'। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তার অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাজের দায়িত্ব পালন করেন সিপকার।

সুতরাং, বিষয়টি সহজেই অনুময় যে, সিপকার উন্নিষিত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে আইন বিভাগকে সফল করে তোলেন। আর এ কারণেই বলা যায়, সিপকার 'জলির যথাযথ ভূমিকা পালনের ওপরই আইন বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল'।

প্রশ্ন ১৩ একটি সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দান করেন। সভাপতির নামে সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সাধারণ সম্পাদকই মূলত যাবতীয় কার্যাবলির সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির নেতৃত্ব প্রদান করলেও এর সদস্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সভাপতি হ্রাস-বৃদ্ধি বা রহিত করতে পারেন। *বি. রো. ২০১৬/গ্রন্থ নং ১/*

- ক. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে
তোমার দেশের শাসন বিভাগের কোন পদাধিকারীর সাদৃশ্য
পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তোমার দেশের
নিয়মতাত্ত্বিক প্রধানের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর?
যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

খ অভিশংসন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে
পদচূড় করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে
বোঝায়।

সংবিধানের কোনো ধারা লজ্জন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য
অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক
পদের অধিকারী ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থনে
অভিশংসন করতে পারে।

গ সূজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের
নিয়মতাত্ত্বিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার
ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক—আমি এ বক্তব্যকে সমর্থন করি।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের
অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো
আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো
দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করবার এবং যে কোনো দণ্ড
মওকুফ, স্থগিত বা ত্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। রাষ্ট্রপতির
এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কেননা
অনেক সময় ভুলে বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে বা হুমকি ও ভীতি
থেকে বাঁচতে, অর্থের প্রলোভনে কিংবা আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে,
উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বিচারকগণ রায় দিয়ে থাকেন। ফলে
প্রকৃত অপরাধী শাস্তির আড়ালে থাকেন এবং নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা
পান। এরূপ ভুল সংশোধন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পুনঃবিবেচনা ক্ষমতা
সত্যিকার অঙ্গেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুতরাং উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের
নিয়মতাত্ত্বিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার
ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা ৫০০ সদস্যবিশিষ্ট। ৩০০ জন
সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ১০০ জন সংরক্ষিত
মহিলা সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে এবং ১০০ জন সংখ্যালঘু ও
উপজাতি সদস্য জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটে
নির্বাচিত হয়।

(ৱ. বো. ২০১৬ / গ্রন্থ নং ৬/)

ক. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আইনসভা গঠনের
কথা বলা হয়েছে? ১

খ. কোরাম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভার সাথে তোমার দেশের আইনসভার
গঠন পদ্ধতির কী কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার দেশের আইনসভার তুলনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত
আইনসভাটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক। উক্তিটির যথার্থতা
নির্পূরণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের আইনসভা গঠনের কথা
বলা হয়েছে।

খ কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়।
কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিকে বাংলাদেশের আইনসভা তথা
জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ
সদস্য বৈষ্ঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈষ্ঠক স্থগিত
রাখেন কিংবা মূলতবি ঘোষণা করেন।

গ 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভার সাথে আমার দেশের তথা বাংলাদেশের
আইনসভার গঠন পদ্ধতির বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা
যায়।

সাদৃশ্যসমূহ : 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা ও বাংলাদেশের আইনসভা উভয়
ক্ষেত্রে ৩০০ জন করে সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়।
সদস্য সংখ্যার তারতম্য থাকলেও মহিলা সদস্যদের সংরক্ষিত আসনে
নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

বৈসাদৃশ্যসমূহ : 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা গঠিত হয় ৫০০ সদস্য নিয়ে।
এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ১০০
জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে এবং ১০০ জন
সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্য জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে সংশ্লিষ্ট
ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের আইনসভা
গঠিত হয় ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের
প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সংসদ
সদস্যদের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এখানে সংখ্যালঘু ও
উপজাতি সদস্যদের আলাদাভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই।

ঘ আমার দেশের তথা বাংলাদেশের আইনসভার তুলনায় উদ্দীপকে
উল্লিখিত আইনসভাটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'গ' রাষ্ট্রটির আইনসভা গঠিত হয় ৫০০ জন সদস্য
নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত
হয়। ১০০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মহিলা ভোটারদের ভোটে এবং
১০০ জন সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্য জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতে সংশ্লিষ্ট
ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের আইনসভা
গঠিত হয় ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ জন সদস্য
ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা
সদস্য সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এখানে
সংখ্যালঘু ও উপজাতি সদস্যদের আলাদাভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ
নেই। এতে করে বাংলাদেশের আইনসভায় সংখ্যালঘু ও উপজাতি
এলাকার জনসংখ্যা অনুপাতে জনপ্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ কম। অথচ
সংখ্যালঘু, উপজাতি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের অগ্রসর গোষ্ঠীর
তুলনায় বেশ সুযোগ দেওয়ার বিধান থাকা উচিত ছিল।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার প্রক্ষিতে এটি বলা অধিক যুক্তিযুক্ত, আমার
দেশের তথা বাংলাদেশের আইনসভার তুলনায় উদ্দীপকে উল্লিখিত
আইনসভাটি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শাহেদ ও জাহেদ দুজন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। শাহেদের
রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু জাহেদের
রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। তিনি আইনসভার নিকট
দায়বস্থ নন।

(দি. বো. ২০১৬ / গ্রন্থ নং ১/)

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কীভাবে নির্বাচিত হল? ২

গ. জাহেদের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে শাহেদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের কোনো
সাদৃশ্য আছে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচূত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচার।

খ বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদ সদস্যদের স্থান মূলত তিনি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

গ জাহেদের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। এখানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সেবকমাত্র। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা সাহায্য দান করতে কোনো মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে। এরূপ মন্ত্রীরা বা উপদেষ্টারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারেই নিযুক্ত বা অপসারিত হন। তারা সমস্ত কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। মূলত তারা রাষ্ট্রপতির কর্মচারি হিসেবে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান।

জাহেদের রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। এছাড়া তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধও নন যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, জাহেদের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

ঘ হ্যা, বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে শাহেদের রাষ্ট্রের সাদৃশ্য আছে।

শাহেদের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচী বিভাগ আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। শাহেদের রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। কারণ আইনসভার আস্থা হারালে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রীগণ তাদের নিজের কর্মের ব্যাপারে আইনসভার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে শাহেদের রাষ্ট্রের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

গ্রন্থি ► ১৬ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াও বিভিন্নভাবে অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক করে।

দিন/বোর্ড ২০১৬/গ্রন্থ নং ৪/

ক অধ্যাদেশ কে জারি করেন? ১

খ অর্থবিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্যপূর্ণ অঙ্গটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের অঙ্গটি ও অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে- বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি জারি করেন।

খ অর্থবিল হচ্ছে সেই বিল যাতে কর ধার্য, তার পরিবর্তন, ঝণ গ্রহণ বা ঝণ পরিশোধ, ব্যয়ের মজুরি প্রভৃতি আলোচিত হয়। কোনো বিল অর্থ বিল কি না তা নির্ধারণ করেন সংসদের স্পিকার। এ বিষয়ে তার

মতামতই চূড়ান্ত। তবে কোনো অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় সংসদে পেশ করা যাবে না।

গ সংজনশীল ১২ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের আইনবিভাগ নামক অঙ্গটির সাদৃশ্য রয়েছে। এই আইন বিভাগ বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কারণ বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। শাসন বিভাগ তাদের গৃহিত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভা কর্তৃদল ক্ষমতায় থাকবে তা নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর। সংবিধান অনুযায়ী আইন বিভাগ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের সমস্ত কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলতবি প্রস্তাব, নিল্বা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে যে কোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

গ্রন্থি ► ১৭ রাফিন তার বাবার সাথে টেলিভিশনে বাজেট অধিবেশন দেখছিল। বাজেট আলোচনায় সংসদ সদস্যগণ অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। রাফিন তার বাবাকে জিজেস করল, অর্থমন্ত্রী কি সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য? বাবা বললেন, মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করে সংসদীয় কর্তৃত্বকে স্থাকার করেছেন।

দিন/বোর্ড ২০১৬/গ্রন্থ নং ৪/

ক সংসদ অধিবেশন আহরান করেন রাষ্ট্রপতি।

খ পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় সংসদের গঠন সম্পর্কিত বিষয়টি ৬৫ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত।

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের- (ক) (৩) দফার 'পঞ্চাশিল আসন' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'পঞ্চাশটি আসন' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে। অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নারী আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয়। যার ফলে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৩৫০।

ঘ উদ্দীপকে সংসদের অর্থ সংক্রান্ত কাষটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী বাজেট আলোচনায় সংসদ সদস্যগণ অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কাজ তথা অর্থের ওপর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ঐ বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করতে হয়। সেখানে বাজেটের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন। তারপর তা অনুমোদিত হয়। তাহাড়া মঙ্গুরি দাবি সংসদে পেশ করা হয় এবং সংসদ এরূপ দাবি অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান বা তাতে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ ত্রাস করতে পারবে। বাজেট পেশ করার পর যদি কোনো অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে জাতীয় সংসদ অগ্রিম মঙ্গুরি দাবির ব্যবস্থা করতে পারে। উদ্দীপকের আলোচনাতে সংসদের অর্থ সংক্রান্ত এরূপ আলোচনারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৫ উদ্বীপকে উল্লিখিত অর্থ সংক্রান্ত কার্যটি ছাড়া সংসদ আরো নানাবিধি কার্যাদি সম্পাদন করে।

বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যে কোনো আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে তা বিলের আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। আইনের খসড়াকে বিল বলে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর ধার্য করা যায় না এবং কোনো ব্যয়ও করা সম্ভব হয় না। সংবিধানের ৮৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, 'সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্র মতো সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার এবং এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।' বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাচী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী। সংসদে যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মূলতবি প্রস্তাব, নিম্না প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। একেতে বিরোধী দলের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান সংশোধনের একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদেরই রয়েছে। সংসদ মোট সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করতে পারে। এছাড়া, চাকরি, নির্বাচন, অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রত্যুত্তি বিষয়ে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং বলা যায় উদ্বীপকে উল্লিখিত প্রশ্ন তথা অর্থ সংক্রান্ত কার্যটি ছাড়া সংসদ আরো নানাবিধি কার্যাদি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব তায়েজুল হক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই মুখ্য। তারই দলের মনোনীত প্রার্থী জনাব আরিফুল ইসলাম রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। জনাব তায়েজুল হক আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মণ্ডকুফ করতে না পারলেও জনাব আরিফুল ইসলাম তা পারেন।

সি. বে. ২০১৬ / প্রস্তাৱ ১

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ক্যাটি? ১
খ. কোরাম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আরিফুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের যে পদের ব্যক্তির মিল রয়েছে তার পদমর্যাদা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব তায়েজুল হকই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি—
তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি।

খ কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়। কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখেন কিংবা মূলতবি ঘোষণা করেন।

গ সূজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ জনাব তায়েজুল হকই 'বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি'—
আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচী। তিনি হলেন সমগ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করতে পারলেও এ

ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই মুখ্য। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ও পরিচালিত হয়, ক্ষমতায় টিকে থাকে এবং ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। প্রধানমন্ত্রী। পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকেই পদত্যাগ করেছেন বলে গন্য হয়। জাতীয় সংসদের নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা হারালে কিংবা অন্য কোন কারণে প্রয়োজনবোধে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রধান করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রপতি প্রত্যুপতি নিয়োগ করতে পারলেও কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী শুধু সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, দলের নেতা, রাষ্ট্রপতির পরামর্শ দাতাই নন; তিনি হলেন জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার তিনি হলেন মধ্যমণি, মন্ত্রিসভার মূল স্তুতি। তিনি হলেন এখন একটি সুর্য যার চারদিকে রাজনৈতিক প্রহ্লাদে আবর্তিত হয়।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তায়েজুল হকই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রাফিক ও সুমন দুই বন্ধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাফিকের বাবা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি। সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেন। আর সুমনের বাবা একটি মহানগরীর মেয়ের। তিনি জনগণের ভোটে এ পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

সি. বে. ২০১৬ / প্রস্তাৱ ৬

ক. গণতন্ত্রের মানসপুত্র কাকে বলা হয়? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাফিকের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠান জীবনযাত্রার মানেন্দ্রিয়নে
বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে
একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে।

খ স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন বলতে কৃত্রি এলাকা ভিত্তিক জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনকে বোঝায়।

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। Oxford Dictionary -এর সজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় জনগণের কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনই হল স্থানীয় শাসন'। সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন বলতে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা বোঝায় যা ছোট ছোট এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত, যা আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং নির্বাচিত।

গ রাফিকের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণ।

২. কোন সংকুল ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মরত কোনো ব্যক্তিকে বেআইনি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার বা আইনানুযায়ী তার কর্মীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে।

৩. কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে আটক কোনো ব্যক্তিকে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে এবং বেআইনিভাবে আটক থাকলে তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিতে পারে।

উদ্বীপকে রাফিকের বাবা সংবিধানের ৯৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত যা পাঠ্য বইয়ের সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

য উদ্দিপকে বর্ণিত সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার গঠিত স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাস্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে সিটি কর্পোরেশনের সাদৃশ্য রয়েছে। সুমনের বাবা সিটি কর্পোরেশনের মেয়ার। সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠান জীবনযাত্রার মনোনয়নে বহুমূল্যী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

মহানগর এলাকার উন্নয়ন, শাস্তিশূণ্যতা রক্ষা এবং বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে সিটি কর্পোরেশনগুলো নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

জনস্বাস্থ্যক কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিভিন্ন স্থানে শৈচাগার নির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, প্রস্তাবখানা নির্মাণ, ময়লা ও আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন নির্মাণ ও জমাকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে। সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যক্লিনিক, মাতৃসন্দান, শিশুসন্দান নির্মাণ, ডিসপেনসারি ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে থাকে।

খাদ্য ও পানীয় ম্বব্যের নিয়ন্ত্রণ: মহানগরীতে ভেজালযুক্ত খাদ্যদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় রোধ করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

পানি সরবরাহ: মহানগরীর জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, কুপ, ও নলকুপ খনন, শহরের জলাবন্ধন দূরীকরণ, ড্রেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে থাকে।

নগর পরিকল্পনা: মহানগরের সৌন্দর্য বৃন্দির জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তাধাট, পার্ক, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন, পার্কের চারপাশে আকর্ষণীয় প্রাচীর নির্মাণ এবং আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়ন্ত্রণ গেট নির্মাণ ও প্রহরার ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি: মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণে নেশ বিদ্যালয় স্থাপন, বয়ন্কদের শিক্ষাদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করে থাকে।

এছাড়া সিটি কর্পোরেশন জীবনযাত্রার মনোনয়নের জন্য রাস্তাধাট ও ঘনবাহন সংস্কার, বন, বৃক্ষরোপণ ও পার্ক সংস্কার, শাস্তিশূণ্যতা রক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দিপকের সুমনের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠান তথা সিটি কর্পোরেশন জীবনযাত্রার মনোনয়নে বহুমূল্যী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ২০ একটি রাস্তে দু'টি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামান। জনাব বদর উদ্দিনের নামে সরকারের সকল নির্বাচী ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব কামরুজ্জামানের সাথে পরামর্শ করতে হয় যা বাংলাদেশের রাস্তপতির কাজের অনুরূপ।

বলা যায়, উদ্দিপকের জনাব বদর উদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাস্তপতির মিল আছে।

নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতা। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতার ফলে সমাজ ও রাস্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় এবং জনজীবনে শৃঙ্খলা আসে।

গ জনাব বদর উদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাস্তপতির মিল আছে।

বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাস্তপতির ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়েছে। নিবাহী বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাস্তপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাস্তপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপ্তি সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিবাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাস্তপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

উদ্দিপকে দেখা যায়, জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামান দুজনেই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। জনাব বদর উদ্দিনের নামে সরকারের সকল নির্বাচী ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব কামরুজ্জামানের সাথে পরামর্শ করতে হয় যা বাংলাদেশের রাস্তপতির কাজের অনুরূপ।

তাই বলা যায়, উদ্দিপকের জনাব বদর উদ্দিনের কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাস্তপতির মিল আছে।

ঘ জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তপতির সাথে তুলনীয়।

বাংলাদেশে সংস্কৃতি সরকার ব্যবস্থা বিদ্যামান। এ ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের প্রকৃত প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। আর নামমাত্র প্রধান হলেন রাস্তপতি। তাই শাসন বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাস্তপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। যেমন :

- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাস্তের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিদেশে রাস্তদৃত নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক রাস্তপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- রাস্তপতি সংসদে নির্বাচিত সংস্কারিত দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন।
- কোনো কারণে জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করতে অসমর্থ হলে রাস্তপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ৬০ দিন মেয়াদের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ক-ভাগের ১৪১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের রাস্তপতিরে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বা অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শাস্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে রাস্তপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। সংসদ অধিবেশন না থাকলে অধিবেশন হলে তখন তা পাস করিয়ে নিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তপতির সাথে তুলনীয়।

প্রশ্ন ২১ রেজোড়ান সমূদ্র উপকূলে বাস করে। ২০০৭ সালে সিডরে তার এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। রাস্তাধাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট একটি আবেদন জানানো হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বলা যায়, জনাব বদর উদ্দিন ও জনাব কামরুজ্জামানের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তপতির সাথে তুলনীয়।

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ বিচারকার্য সম্পাদনকালে বিচারকগণ যখন দলমতের উর্ধে উঠে ন্যায়বিচারের স্বার্থে ছিধাইয়া চিতে বিচারকার্য সম্পাদন করেন তখনই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও আপোষহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোনো দল বা ব্যক্তির লেজুড়বৃত্তি না হয়ে, কিংবা ডয় না করে বা অর্থের প্রলোভনে প্রলোভিত না হয়ে, শক্তি ও ক্ষমতার কাছে নত না হয়ে বিচারকগণ যে বিচারকার্য সম্পাদন করেন তাই বিচার বিভাগের

বিশেষ উত্তর

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

বিশেষ উত্তর

- ক. রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন কেন? ১
 খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. রেজোয়ানের এলাকার যে স্থানীয় সরকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. রেজোয়ানের আবেদন তার এলাকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল? তুমি কি একমত? উভয়ের সমক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশে সংসদ আছে কিন্তু সংসদ অধিবেশন নেই, এমতা বস্থায় দেশের জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করেন।

খ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

এটি প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘জাতীয় সংসদ আইনের স্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।’ সংবিধানের ১১৭ (১) (ক) ও (খ) নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক বা অন্যদণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি; যে কোনো রাষ্ট্রীয়ত উদ্যোগ বা সংবিধিবন্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবন্ধ কর্মসহ কোনো আইনের স্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের স্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

গ রেজোয়ানের এলাকার যে স্থানীয় সরকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো জেলা প্রশাসন।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, রেজোয়ান সমৃদ্ধ উপকূলে বাস করে। ২০০৭ সালে সিডরে তার এলাকায় ব্যাপক ঝড়ি হয়। রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ঝড়ি হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট একটি আবেদন জানানো হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনা মতে, জেলা প্রশাসন গঠিত হয় একজন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) ও তার অধন্তু অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে। বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের অন্যতম প্রধান স্তর এই জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন ডিসি। তিনি জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দণ্ডের মধ্যে এবং অধন্তু উপজেলার মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করেন। জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করেই সমগ্র জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত হয়।

ঘ রেজোয়ানের আবেদন তার এলাকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল। আমি এ উক্তির সাথে একমত।

রেজোয়ান আবেদন করেছিল জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক বা ডিসির কাছে। ডেপুটি কমিশনার অন্যান্য কাজের সাথে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি ও সম্পাদন করে থাকেন, যা রেজোয়ানের সমস্যা সমাধানের সাথে সম্পৃক্ত। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং গুদামজাতকরণে সহায়তা করে থাকেন। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন। দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ ও নীতিমালা, বিভিন্ন পরিচয়পত্র, প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন জেলা প্রশাসক। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষণিক পরিদর্শন, দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি ও বাস্তবায়ন, ডিজিএফ/ডিজিডি বাস্তুবায়ন ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করেন।

সুতরাং রেজোয়ানের আবেদন তার এলাকার সমস্যা সমাধানের সহায়ক ছিল এজন্য যে, রেজোয়ান যে কারণে আবেদন করেছিল তা জেলা প্রশাসকের কাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঘ ২২ আসলাম সাহেব বিভিন্ন দেশের সংবিধান এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। তিনি বিভিন্ন দেশের সংবিধান পাঠ করে বুঝতে পেরেছেন যে, পৃথিবীর সব দেশের সরকার পন্থতি এক রকম নয়। এ জন্যই সব দেশে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা একইরূপ নয়। এমনকি পৃথিবীর সব দেশের প্রশাসনিক কাঠামোও একইরূপ নয়। প্রিজেক্ট উভয় মডেল কলেজ চাকা। গ্রন্থ নং ১০/

ক. বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদকাল কত বছর? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা তুলনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সাথে পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থার মধ্যে তুমি বেশি মিল খুঁজে পাও? ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদকাল ৫ বছর।

খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে বিচারকদের স্বাধীনতাবে বিচার কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা সুস্থিতাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের মাপকাঠি হলো সে দেশের বিচার বিভাগ কার্য সম্পাদনে কর্তৃতুর স্বাধীন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তুতি হিসেবে বিবেচিত। জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবিধান এবং আইন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরি।

গ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদার থথেক্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান, তার ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ও আলংকারিক। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি প্রকৃত নির্বাচী কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন আমেরিকার আইনসভার ২টি কক্ষ সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সমানসংখ্যক এবং আরও ৩ জন নির্বাচিত সদস্য সহযোগে গঠিত নির্বাচন সংঘ বা Electoral College কর্তৃক।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল ৫ বছর। অপরপক্ষে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল ৪ বছর।

চতুর্থত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহরণ ও স্থাগিত রাখতে পারেন। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অবিছেদ্য অঙ্গ নন; কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নেই।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো পালন করে থাকেন। কিন্তু আমেরিকায় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী কাজ করেন।

ঘ বাংলাদেশের সাথে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ও ভারতে সংসদীয় ধরনের সরকারৰ ব্যবস্থা বর্তমান। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি ও সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ও আলংকারিক মতো। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালও ৫ বছর। উভয় দেশে প্রধানমন্ত্রীই সকল নির্বাচী ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকেন।

উভয় দেশেই আইনসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন করে থাকেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো পালন করে থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও তার কর্তৃব্য পালনে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রণা অনুযায়ী কাজ করেন।

উভয় দেশেই রাষ্ট্রপতির সংবিধানিকভাবে কৃতিপ্য ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান রয়েছে। রাষ্ট্রপতি উভয় দেশেই সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তারতের সংবিধান ও সরকারব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান ও সরকারব্যবস্থার মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ নুরুল ইসলাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি পরিচালনায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আবুল কালাম রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। নুরুল ইসলাম আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করতে না পারলেও আবুল কালাম তা পারেন।

নিচের তেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬/

ক. বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি ও কি কি? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কি বুঝায়? ২

গ. আবুল কালামের কাজের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন বিভাগের কোন ব্যক্তির কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'আবুল কালাম নয়' নুরুল ইসলামই 'শাসনব্যবস্থার মধ্যমনি'— তুমি কি এর সঙ্গে একমত? উভয়ের স্পষ্ট যুক্তি দেখাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি।

যথা: জাতীয়তাবাদ, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

খ. মৌলিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রপদত্ব সেসব সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায় যা ব্যক্তিত নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলুবৎ হয় সেগুলোই মৌলিক অধিকার হিসেবে ছান্কৃত। গণতান্ত্রিক সমাজের মূলভিত্তি হলো মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকার ব্যক্তিত সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকে।

গ. সূজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মাহমুদ সরকারের এমন একটি বিভাগের প্রধান যে বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে। উক্ত বিভাগের অনুমোদন ছাড়া কর ধাৰ্য বা মওকুফ করা যায় না। নির্বাচী বিভাগও উক্ত বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশের আইন বিভাগ ও উপরোক্তিত সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যবলি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের আইন সভায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়। সরকারের অর্থ বিভাগ ও নির্বাচী বিভাগও আইনসভার কাছে দায়ী।

নিচের তেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/

ক. ন্যায়পাল কী? ১

খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কি বুঝ? ২

গ. উক্তিপক্ষে মাহমুদ সরকারের যে বিভাগের সদস্য সেটির কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের কোন বিভাগের কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মাহমুদের যথাযথ ভূমিকা পালনের উপরই ঐ বিভাগের সফলতা নির্ভরশীল'— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশ সংবিধান-এর ৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কাজ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করবেন এবং সংসদ কর্তৃক অপিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করবেন।

খ. আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কাজ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করার ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ধারণাটির উক্তির হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক।

সংবিধানের অভিভাবক ও রক্ষাকারী হিসেবে বিচার বিভাগ এর শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গুল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। বিচার বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। তেমনি শাসন বিভাগের কোনো কাজ সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিত্রুতা বজায় রাখতে বিচার বিভাগ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

গ. উক্তিপক্ষে মাহমুদ সরকারের আইন বিভাগের সদস্য ও প্রধান। এ বিভাগটির সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল রয়েছে। উক্তিপক্ষে মাহমুদ তার সরকারের আইন বিভাগের প্রধান। তার বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করে। এই বিভাগের অনুমোদন ছাড়া কর নির্ধারণ বা মওকুফ করা যায় না। এমনকি নির্বাচী বিভাগও উক্ত বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশের আইন বিভাগ ও উপরোক্তিত সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যবলি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের আইন সভায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়। সরকারের অর্থ বিভাগ ও নির্বাচী বিভাগও আইনসভার কাছে দায়ী।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় উক্তিপক্ষের মাহমুদের সরকারের উক্তিপক্ষের বিভাগের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আইনসভার কাজের মিল রয়েছে।

ঘ. সূজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ হালিমা ও ফরিদা বাংলাদেশের নির্বাচী বিভাগ নিয়ে আলাপ করছিল। হালিমা বলে, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার হওয়ায় এখানে এমন একটি পদ আছে যিনি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হয়েও একজন নাম সর্বস্ব প্রধান মাত্র। তবে প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হয়।

জাহানিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ফজিলিয়া, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬/

ক. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়? ১

খ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন বলতে কী বুঝ? ২

গ. পণ্পজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সবার উপর কে স্থান লাভ করেন? উক্তিপক্ষের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্তিপক্ষের সর্বোচ্চ নির্বাচী ব্যক্তি সকল কাজই করেন অথচ কোন কাজই করেন না।" — যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাদশ সংশোধনীয় মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ডিতিতে অভিশংসনের প্রস্তাৱ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌল থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাৱ আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্তৰ্মুন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মৰ্মে সংসদ কোনো প্রস্তাৱ গ্রহণ কৰলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ. বাংলাদেশে সবার উপরে স্থান লাভ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাচী কাজ পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও ম্যাগিট করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিবুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাঁকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না।

৩ “উদ্দীপকের সর্বোচ্চ নির্বাহী ব্যক্তি সকল কাজই করেন অথচ কোনো কাজই করেন না” – উত্তিত যথার্থ।

বাংলাদেশ সরকারের নামসর্বৰ প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। কেননা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও শাসনতাত্ত্বিক বিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীই হলেন প্রকৃত শাসন প্রধান। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন করা হলেও মূলত কাজগুলো সম্পাদন করেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দিলেও এক্ষেত্রে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ দিতে বাধ্য থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও সম্মতি ছাড়া তিনি তার কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারেন না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীই শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। তিনিই বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও শাসনব্যবস্থার প্রধান। আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতাত্ত্বিক শাসন প্রধান মাত্র। তার পদমর্যাদা সর্বোচ্চ হলেও তার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় নিয়মতাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের নামসর্বৰ ও অলঙ্কারিক প্রধান।

৪৮ ▶ ১৬ সুন্ম ও কাদের দুই বন্ধু একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিয়ে আলোচনা করছিল। উক্ত কর্মকর্তা প্রশাসনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনেকেই তাকে জেলা প্রশাসনের বন্ধু, পরিচালক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে অভিহিত করে।

/আইজিআল স্কুল এচ এসজি, মজিবিল চাকা। প্রশ্ন নং ৭/

- | | |
|--|---|
| ক. কর্ম কমিশনের সদস্যদের কে নিয়োগ দেন? | ১ |
| খ. নির্বাচন কমিশন বলতে কী বুঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে? | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যাবলি আলোচনা কর। | ৪ |

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্ম-কমিশনের সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন।

খ যে কমিশন দেশের বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে সেই কমিশনকে নির্বাচন কমিশন বলে। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করে থাকে।

গ জেলা প্রশাসক জনগণের বন্ধু।

সরকারের মাঠ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক। তাকে কেন্দ্র করেই জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। তিনি জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে তিনি জনগণের যোগসূত্র স্থাপনের প্রধান মাধ্যম। তার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

জেলা প্রশাসক শুধু একজন প্রশাসকই নন, তিনি জনগণের প্রকৃত বন্ধুও। তিনি জেলার সকল প্রকার বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। দুর্ভিক, মহামারি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি দুর্ঘটন হলে জেলা প্রশাসক জেলার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। তাই বলা যায়, জেলা প্রশাসক তার কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন।

ঘ জেলা প্রশাসকের নানাবিধি কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়।

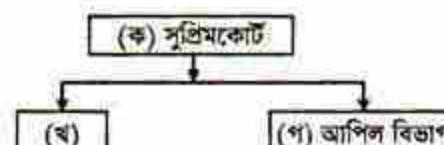
বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে কেন্দ্র করেই জেলার যাবতীয় সরকারি কার্যাবলি পরিচালিত হয়। প্রশাসন সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত। এছাড়া তিনি জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন দণ্ডের ও প্রশাসনিক সংস্থার কাজ তদারক করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল সার্জন, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, স্কুলসমূহের পরিদর্শক, কারাগার পরিদর্শকসহ ও জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

জেলা প্রশাসক জেলার বিচারকও বটে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণির বিচারক হিসেবে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি দুবছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করতে পারেন। জেলা প্রশাসক সরকারি বিভিন্ন দণ্ডের মধ্যে সময়সংক্রান্ত কাজও করে থাকেন। তিনি জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সরকারি সকল দণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। জেলা প্রশাসক জেলার উন্নয়নের জন্য জেলার গণ্যমান্য লোকদের সাথে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও জেলা প্রশাসক রাজস্ব সংক্রান্ত, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত, মানবতামূলক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ও শান্তিরক্ষামূলক কাজসহ আরও কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

আর এ কারণেই জেলা প্রশাসককে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭



- | | |
|---|---|
| /আইজিআল স্কুল এচ এসজি, মজিবিল চাকা। প্রশ্ন নং ৮/ | ১ |
| ক. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন কে? | ১ |
| খ. সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদের জন্য দুইটি যোগ্যতা লিখ। | ২ |
| গ. ‘খ’ বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা কর। | ৩ |
| ঘ. ‘খ’ বিভাগের রায়ের পর কোন বিভাগে আবেদন করা যায়? | ৪ |

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

খ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগের যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। দুইটি যোগ্যতা হলো:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
২. সুপ্রিম কোর্টে অন্ত দশ বছর কাল অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে।

গ ‘খ’ বিভাগটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্ট বিভাগ।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ নিয়ে গঠিত। হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা অধিস্থন সকল আদালত তথা দেওয়ানি ও ফৌজদারি শাখা তদারকি ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ছকে ‘খ’ বিভাগটি দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগকে ইঞ্জিত করা হয়েছে।

শাসনতন্ত্র ও আইন দ্বারা প্রদত্ত সকল আদি ও আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। এছাড়া শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকর করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্ট বিভাগের। এ মর্মে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংকুল ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপর্যুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধিকার আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং স্বয়ং মামলাটি ফীমাস্সা করবেন। হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধিকার আদালত ও ট্রাইবুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তাই বলা যায়, ‘খ’ চিহ্নিত বিভাগ অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগের কার্যাবলির পরিধি বিস্তৃত।

য উদ্দীপকের ‘খ’ বিভাগ অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগের পর আপিল বিভাগে আবেদন করা যায়।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পরিচালিত হয়। হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিবুদ্ধে আপিল শুনানীর ও তা নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আপিল বিভাগের রয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিবুদ্ধে আপিল করা যায়—
ক. যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সাটিফিকেট প্রদান করে যে,
মামলাটির সাথে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, অথবা,

খ. হাইকোর্ট বিভাগকে অবমাননার দায়ে উক্ত বিভাগ কোনো বিভাগকে দণ্ড প্রদান করছে।

গ. জাতীয় সংসদ দ্বারা আইনের অন্যান্য ক্ষেত্রে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিবুদ্ধে উল্লিখিত কারণে কোনো আপিল না চললেও আপিল বিভাগের অনুমতি দান করতে পারে।

প্রশ্ন ২৮ ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাজেট প্রণয়ন ছাড়াও অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়েও বিতর্ক করে। /জাইজিল স্কুল এন্ড কলেজ, মাতিবিল, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ১০/

ক. যুক্তফল গঠিত হয় কত সালে? ১

খ. ছি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ‘ক’ রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্যপূর্ণ অঙ্গটির কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগটি কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে? আলোচনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফল গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে।

খ ছি-জাতি তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ত্রিপুরা ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণয়ক ও আদর্শশীল একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিনাহ ছি-জাতি তত্ত্বের উল্লেখ ঘটান। তার মতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক বৈত্তি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটি ছি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রের অঙ্গটির সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল আছে।

উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রের অঙ্গটি নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইন বিভাগও আইন সংক্রান্ত নানাবিধি কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত।

সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে ঐ বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করে আইন বিভাগ।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো কর ধার্য করা যায় না এবং কোনো ব্যয়ও করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী।

ঘ ‘ক’ রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের আইনবিভাগ নামক অঙ্গটির সাদৃশ্য রয়েছে। এই আইনবিভাগ বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কারণ বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। শাসনবিভাগ তাদের গৃহিত নীতি ও সিদ্ধান্ত বা কাজকর্মের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিসভা কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা নির্ভর করে আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর। সংবিধান অনুযায়ী আইনবিভাগ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মন্ত্রিসভার সদস্যাদের সমস্ত কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলতবি প্রস্তাব, নিম্না প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যাদের আস্থা হারালে যে কোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ২৯ মি. ‘খ’ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি তাকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। পদ মর্যাদা অনুযায়ী তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। তারা ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।

/চক্র রেসিডেন্সিয়াল হাউস কলেজ/ প্রশ্ন নং ৬/

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. অভিশংশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যক্তির সাথে বাংলাদেশের কোন পদের নিয়োগ ও পদমর্যাদা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির পদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের কাজ যে পরিমাণ সদস্যের উপরিষিতিতে পরিচালনা করা যায়, তাকে কোরাম বলা হয়।

খ অভিশংশন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচূড়ান্ত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে বোঝায়।

সংবিধানের কোনো ধারা লজ্জন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অভিশংশন করতে পারে।

গ সূজনশীল ৫ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৫ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মিঃ গোর 'ঘ' রাষ্ট্রের একজন আইনসভার সদস্য। তিনি সরকারের মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। তাকে কেবল করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আইনসভার আস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য। মিঃ গোরই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

/বাংলাদেশ কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১।

ক. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ কীভাবে গঠন করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারণ করা হয়, বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সরকার ব্যবস্থা উন্নেষ্ট করা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মিঃ গোরই হলেন তার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সমবয়ে।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্তর্মুদ্রা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ উদ্দীপকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার কথা উন্নেষ্ট করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেবল করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়।

এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একাধারে আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রীসহ সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

মি. গোরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি তার রাষ্ট্রের আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। তাকে কেবল করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া তিনি তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। রাষ্ট্রের আইনসভার আস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, যা সংসদীয় সরকার পদ্ধতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথাই বলা হয়েছে।

ঘ সূজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১

বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন (মাঠ প্রশাসন)



/বাংলাদেশ কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১২।

ক. মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে? ১

খ. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন লিখ। ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের প্রশাসন নির্দেশ করে

এবং এ স্থানের প্রধান প্রশাসকের ২টি কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে '?' চিহ্নিত স্থানের প্রশাসক খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়

রয়েছেন-এর যথার্থতা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান হচ্ছে মন্ত্রী।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। বাকী ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এরা সংসদ সদস্যদের হারা নির্বাচিত হবেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

গ ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসনের জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করে।

শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি বিভাগকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলা রয়েছে। যিনি জেলার প্রশাসন পরিচালনা করেন, তিনিই হচ্ছেন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক। বিভাগীয় কমিশনারের পরেই ডেপুটি কমিশনারের স্থান। ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা। তাকে কেবল করে জেলার সমগ্র প্রশাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক জেলার শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে জেলা প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের যাবতীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরিত হয় এবং তিনি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসন পরিচালনা করেন। জেলা প্রশাসনের দুটি কাজ হলো—

১. প্রশাসনিক কাজ: জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত। বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রেরিত সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা তিনি তাঁর অধিস্তন সহকর্মীদের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করেন। জেলার প্রশাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভূপে পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে থাকেন।

২. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা: জেলা প্রশাসক জেলার সমস্ত শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন এবং জনগণের জনমালের নিরাপত্তা বিধান করেন। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (ADC), ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা পুলিশ সুপারিনিটেন্ডেন্ট (SP) তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। জেলার পুলিশ, আনসার ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

ঘ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হলো জেলা প্রশাসন।

সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই জেলা প্রশাসন। সকল নির্বাহী কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন জনগণ ও সরকারের কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। মূলতঃ জেলা প্রশাসনকে ঘিরেই জেলা পর্যায়ে সরকারের অন্যান্য দণ্ডরের কাজ পরিচালিত হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ট্রেজারী, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা, ব্রাহ্মণ সেবা, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন ইত্যাদি কাজগুলো জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অনেকাংশেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সমগ্র বাংলাদেশকে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত করে মাঠ প্রশাসনকে সাজানো হয়েছে। সকল জেলার সুষ্ঠু পরিবেশের উপরই সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। তাই জেলা প্রশাসনের ওপর সরকার অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ সকল কারণেই জেলা প্রশাসনকে বাংলাদেশের প্রশাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় জেলা প্রশাসনকের প্রশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন।

প্রশ্ন ► ৩২ মি. 'ক' জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মি. 'খ' রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন। মি. 'ক' জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অধ্যাদেশ জারি করতে না পারলেও মি. 'খ' তা পারেন।

(চাক্র ইমপ্রিয়াল কলেজ) | প্রশ্ন নং ৪/

ক. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল কোনটি? এটি কীভাবে সংশোধন করা হয়? ২

গ. মি. 'খ' এর কাজের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির কাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'খ' নন 'ক'-ই শাসন ব্যবস্থার মধ্য-মনি তুমি কি এর সাথে একমত? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মেধা বিকাশের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য যে সকল অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎকৃত হয় সেগুলোকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

খ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের নিয়ম বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের বিল সংসদের মোট সদস্যের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হতে হবে। এভাবে কোনো বিল গৃহীত হলে সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। তিনি সাতদিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং বিলটি বিধিবন্ধ ও কার্যকর হবে।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ৩৩ মি: গোর ঘ রাষ্ট্রের একজন আইনসভার সদস্য। তিনি সরকারের মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আইন অবস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য। মি: গোরই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

(বি.এন.কলেজ, ঢাক্কা) | প্রশ্ন নং ৫/

ক. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ কীভাবে গঠন করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারণ করা হয়? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি: গোরই হলেন তার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি? উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সমন্বয়ে।

খ সৃজনশীল ৩০ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ সৃজনশীল ৩০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ৩৪ ফিলমিল টেলিভিশনে দেখলো একজন সংসদ সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করল। উভয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

(বি.এন.কলেজ, ঢাক্কা) | প্রশ্ন নং ৬/

- ক. বাংলাদেশের আইন সভা (জাতীয় সংসদ) কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১
- খ. সচিবালয় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়াও জাতীয় সংসদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৩
- ঘ. আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রির মন্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভা (জাতীয় সংসদ) ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ সচিবালয় বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার মাঝুকেন্দু।

সচিবালয় গঠিত হয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে। সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সচিবালয়ে। অধীন দপ্তর বা বিভাগগুলো সরিচালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোন বিভাগীয় প্রধান সচিবের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট কোনো কিছু পাঠাতে পারে না। যদি একান্তভাবে কোনো বিষয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয় তবে আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো আগে সচিবকে অবহিত করতে হয়। সচিবালয় সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল বিভাগ, দপ্তর ও অধীন সংস্থাগুলো সরিচালয়ের মুখাপেক্ষী।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ অর্থাৎ আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি ছাড়াও জাতীয় সংসদ বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। আইন, শাসন, বিচার, সংবিধান, নির্বাচন, আলোচনা-বিতর্ক, অর্থনৈতিক, চাকরি, অধ্যাদেশ, সামরিক ক্ষমতা, জরুরী অবস্থা ঘোষণা, মৌলিক অধিকার রক্ষা সহ অন্তরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে জাতীয় সংসদ। সরকারের তিনটি শাখা-আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য জাতীয় সংসদকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয়। সংসদে সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতাদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছাড়া জাতির সারিক কল্যাণের জন্য এক হয়ে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ অর্থাৎ জাতীয় সংসদের আইন ও শাসন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া দেশের শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্বরাষ্ট্র মন্তব্য ছাড়া জাতীয় সংসদের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদ একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সংসদ যেকোনো আইন-প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাশ করতে হলে তা বিলের আকারে সংসদে পেশ করা হয়। আইনের খসড়াকে বিল বলে। সংসদে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় কমিটি গঠন, উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেশের কল্যাণ ও শাস্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করা হয়। এভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

প্রশ্ন ► ৩৫ জনাব এহসান সরকারের তিনটি বিভাগের অন্যতম একটি বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তার বিভাগ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় সরচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। মার্কিন সংবিধানে উক্ত বিভাগ আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করে থাকে। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ বিভাগের স্বাধীনতা জরুরী।

(গাজীপুর পিটি কলেজ) | প্রশ্ন নং ৫/

- ক. বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী? ১
 খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বলতে কী বোঝ? ২
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগের স্বাধীনতা —ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

এটি প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদ আইনের স্বারী এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।'

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাগটি হলো বিচার বিভাগ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতাকে বোঝায়। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচার বিভাগ প্রশাসন থেকে আলাদা হয়ে কাজ করবে। সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগকে সরকার অপর দুটি বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক করেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরির নিরাপত্তা, বেতন, পদমর্যাদা এবং বিচারকদের দক্ষতা, জ্ঞান ও সাহসিকতার ওপর।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধান ও আইন সংরক্ষণে খুবই জরুরি। এ বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একে সরকার অপর দুটি বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক করেছে। কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুস্থুড়াবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের মাপকাটি হলো সে দেশের বিচার বিভাগের উৎকর্ষ। বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যাবলীন আইনকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার প্রধান স্তুতি হিসেবে বিবেচিত। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে নিশ্চিত হলে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত বিভাগ অর্থাৎ বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্য।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধানস্থাকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকৃত হিসেবে কাজ করে। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রতিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্বীক্ষ্য।

আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো বিচার বিভাগ। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লজ্জন করলে বিচার বিভাগ বা আদালত তার সুরাহা করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লজ্জন, ক্ষতি হলে বিচার বিভাগ রেঙ্গায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত স্ব-গ্রহণদিত হয়ে সুযোগাদেশে বুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা আদালত বা বিচার বিভাগের কাজ।

প্রশ্ন ► ৩৬ জনাব 'M' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক পদে নিযুক্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহীক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন।

/নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/ পৃষ্ঠা ৮/৮

ক. অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১

খ. সুপ্রিম কোর্টের গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'M' বাংলাদেশের কোন নির্বাহীপদে অধিষ্ঠিত? তার পদের যোগ্যতা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত নির্বাহী পদ এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একসূত্রে গাঁথা— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত যা আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করে। মোট কথা আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত এবং বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

গ জনাব 'M' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান জনাব 'M' কে নিয়োগ দেন। জনাব 'M' সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। তাই বলা যায়, জনাব 'M' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

নিচে প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্যতা বর্ণনা করা হলো—

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- অন্যন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।
- তার নাম সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করলে প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য হবেন না।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন।
- নিজ দলের সংসদ নেতা হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্তি।

উল্লিখিত যোগ্যতার অধিকারী হলে কোনো ব্যক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

ঘ 'উক্ত নির্বাহী পদ এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একসূত্রে গাঁথা'— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করা হলো:

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার কেন্দ্রবিন্দু। মন্ত্রিসভার উত্থান ও পতন সবই তার ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ নং অনুচ্ছেদের ২ নং দফায় বলা হয়েছে যে, 'প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অথবা তার কর্তৃতে প্রযুক্ত হবে।' প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলি আলোচনার দ্বারা প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলি নিম্নরূপ:

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, আবার তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার পতন হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করাতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভার কর্মসূচি ও সংসদের আইন প্রণয়ন পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই রচিত।

তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী গোটা শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। প্রধানমন্ত্রীই সকল প্রকার কার্যের মধ্যমণি। চতুর্থত, প্রধানমন্ত্রী তার ব্যক্তিত্ব ও দলীয় নেতা হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষ গুণাবলি প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে। পঞ্চমত, জরুরি অবস্থা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দান করেন।

ষষ্ঠত, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং এক প্রকার ঐক্যসূত্র গড়ে তোলেন।

সপ্তমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

অষ্টমত, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ব্যক্তিত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

নবমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তার নেতৃত্বে ও পরামর্শে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উক্ত আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একসূত্রে গৌথা।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ বাংলাদেশের প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরই অবস্থান হলো সচিবের। সচিব মন্ত্রণালয়ের সঠিক নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে তথ্য, উপায় ও পরিসংখ্যান মন্ত্রীকে সরবরাহ করে থাকেন। কেন্দ্রের সাথে বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনিক ইউনিটের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

/নির্বাচন সরকারি মর্যাদার জেলা/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. কবে বিচার বিভাগকে নির্বাচী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়? ১
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. একটি ছকের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো উপস্থাপন কর। ৩
- ঘ. জেলা প্রশাসন হলো জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা। উক্তিটির সত্যতা নির্ণয় কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর বিচার বিভাগকে নির্বাচী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়।

খ সৃজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো হলো কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

বাংলাদেশের প্রশাসন কাঠামোকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১. কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং ২. স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসন। বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। সমগ্র দেশকে কেন্দ্র থেকে শাসন করা হয় এবং নীতি নির্ধারণ করা হয়। মাঠ প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতিমালা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

কেন্দ্রীয় প্রশাসন	মাঠ প্রশাসন
রাষ্ট্রপতি	বিভাগীয় প্রশাসন
প্রধানমন্ত্রী	জেলা প্রশাসন
মন্ত্রিপরিষদ	উপজেলা প্রশাসন
সচিবালয়	
মন্ত্রণালয়	
বিভাগ	
শাখা সমূহ	

ঘ জেলা প্রশাসন হলো জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা— উক্তিটি যথোর্থ।

বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার মাঠ প্রশাসনের ছিতীয় স্তরে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মৌলিক ও

প্রাথমিক একক। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। প্রতিটি জেলার শাসন ভার একজন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের উপর ন্যায়। জেলা প্রশাসনকে কেন্দ্র করেই সমগ্র জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত হয়। সাধারণত জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য হয়ে থাকেন।

জেলা প্রশাসন জেলার মধ্যমণিরূপে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনারসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন দণ্ডরকে প্রত্যক্ষভাবে সমন্বয় ও পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও পরোক্ষভাবে জেলার শিক্ষা অফিস, জেলা খাদ্য সরবরাহ অফিস, গণ স্বাস্থ্য অফিস, গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস, মৎস বিভাগীয় অফিস, বন বিভাগীয় অফিস, কৃষি অফিস, পুলিশ বিভাগ, রেজিস্ট্রেশন বিভাগ, পোস্ট অফিস, টেলিফোন, সমবায়, কারাগার বিচার বিভাগ, ব্যাংক বীমা অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি বিভাগ নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করে থাকেন। জেলা প্রশাসন জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথার ন্যায় জনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, পর্যটন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও বাতিল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, সংবাদ প্রকাশনা, নির্বাচন, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ও শ্রম বিষয়ক কর্ম, যুব, ক্লিডা ও নাগরিক বিনোদন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন দ্রুত উন্নয়ন দ্বারাবিত করে। ফলে জেলা প্রশাসন জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথার ন্যায় জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিদর্শন করে থাকে। এভাবে জেলা প্রশাসক হয়ে উঠেন জেলার বন্ধু, দাশনিক ও পথ প্রদর্শক।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব আসাদুজ্জামান জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার দল থেকে মনোনীত হয়ে জনাব সহিদুল ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আসাদুজ্জামান আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মওকুফ করতে না পারলেও সহিদুল ইসলাম তা পারেন। /মন্ত্রণালয় সহিদুল স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল/ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১
- খ. কোরাম বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনাব সহিদুল ইসলামের কাজের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তির কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জনাব সহিদুল ইসলাম নন, জনাব আসাদুজ্জামানই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি।— তুমি কি এর সঙ্গে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

কোরাম শব্দের অর্থ ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়। সংসদের অধিবেশন চলাকালে উপস্থিতি সদস্য সংখ্যা যদি ৬০ জনের চেয়ে কম হয় এবং সে মর্মে যদি সিপকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে ৬০ জন সদস্য উপস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত সিপকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন বা সংসদ মূলতবি ঘোষণা করবেন।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ রাজধানীর শ্যামপুর থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন চান মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত চান মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

- /পুলিশ সাইঞ্জ স্কুল অ্যাক্স কলেজ, বগুড়া/ প্রশ্ন নং ৯/
- ক. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কে? ১
 খ. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কী? ২
 গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।
খ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কাজ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করার ক্ষমতাই হলো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।
 বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ধারণাটির উভব হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক। বিচার বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ, তাহলে তা বাতিল করার ক্ষমতা বিচার বিভাগের রয়েছে। তেমনি শাসন বিভাগের কোনো কাজ সংবিধানসম্মত না হলে বিচার বিভাগ তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের প্রেক্ষিত ও পরিত্বাত বজায় রাখতে বিচার বিভাগ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হয়েছে।
 সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা: (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ।
 রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজনবোধ করবেন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট এবং স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যভার প্রাপ্ত করবেন।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আর বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আদালত বা বিচার বিভাগের ভূমিকা অন্য।
 বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ বা আদালত ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকর্ত্তা হিসেবে কাজ করে। আদালত ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রাণিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অন্বীকার্য।

আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো আদালত। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লজ্জন করলে বিচার বিভাগ বা আদালত তার সুরাহা করে। সরকার ব্রেঙ্গাচারী হয়ে উঠলে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের ক্ষমতার অপ্রয়বহার রোধ করতে আদালত মানা কৌশল প্রয়োগ করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুত্ব অন্যায়, অধিকার লজ্জন, ক্ষতি হলে বিচার বিভাগ স্বেচ্ছায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিবুল্দ্বে বুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত স্ব-প্রযোগিত হয়ে সুযোগেটো বুল জারির মাধ্যমে স্ফতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ।

অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা আদালত বা বিচার বিভাগের কাজ।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জয় ও বিজয় দুজন ডিন রাষ্ট্রের নাগরিক। জয়ের রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী। কিন্তু বিজয়ের রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রপতি একই ব্যক্তি। তিনি আইনসভার নিকট দায়বস্থ নন।

- /অফিস পুলিশ বাটালিয়ন প্রকল্প স্কুল ও কলেজ, বগুড়া/ প্রশ্ন নং ৬/
- ক. অধ্যাদেশ জারি করেন কে? ১
 খ. ‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের মূল নেতা’ ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. বিজয়ের রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান— ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে জয়ের রাষ্ট্রের কোন মিল আছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।

খ মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী মৃত্যু শাসক ও সরকার প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পরিচালিত হয়। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের নিয়োগ, রাষ্ট্রের উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত করেন। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে দণ্ডের ব্যবস্থা করেন এবং সকল দণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সর্বোপরি বলা যায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের মূল নেতা।

গ বিজয়ের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়বস্থ নন। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। এখানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সেবকমাত্র। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা সাহায্য দান করতে কোনো মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে। মন্ত্রীরা বা উপদেষ্টারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারেই নিযুক্ত বা অপসারিত হন। তারা সমস্ত কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। মূলত তারা রাষ্ট্রপতির কর্মচারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপতি প্রধান।

বিজয়ের রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি একই ব্যক্তি। এছাড়া তিনি আইনসভার নিকট দায়বস্থ নন যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, বিজয়ের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

ঘ ইয়া, বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে জয়ের রাষ্ট্রের সরকারের সাদৃশ্য আছে।

যে-সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। জয়ের রাষ্ট্র সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ রাষ্ট্র সরকারপ্রধান আইনসভার নিকট দাখী ধাকেন।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় নির্বাচী বিভাগ আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। জয়ের রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসংখ্যা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। কারণ আইনসভার আস্থা হারালে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। এই সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে জয়ের রাষ্ট্রের প্রোগ্রাম সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ রাজশাহীর মতিহার থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কাড়াগারে ছিলেন আনা মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত আনা মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

ନିତେ ଗଭୁ ତିତ୍ରୀ କୁମାର, ରାଜପାତ୍ରୀ । ପୃଷ୍ଠା ନଂ-୫।

- ক. জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কতটি আসন? ১

খ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদবৰ্ণনা বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্বীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্বীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মন্তব্যন করো। ৪

୪୧ ନାଥମେହର ଉତ୍ସବ

ক জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য স্বীকৃত আসন ৫০টি।

খ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন জাতীয় সংসদের নেতা।

জাতীয় সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তার নেতৃত্বে ও পরামর্শে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, মূলত্বি ও স্থগিত করেন। তাকে জাতীয় সংসদে সরকারের নীতি, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। রাষ্ট্রীয় বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও গতিপ্রবাহ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। বাজেট অন্মোদনেও প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলিষ্ঠ ভাষিকা পালন করেন।

୩ ସଜନଶୀଳ ୨ ନଂ ଏବଂ ‘ଗ’ ପ୍ରଦ୍ଵୋଭୁବ ଦେଖ୍ୟା ।

୧୦ ସଙ୍ଗନଶୀଳ ୨ ନଂ ଏର 'ସ' ପ୍ରଥମାତ୍ର ଦେଖୋ ।

প্রশ্ন ▶ ৪২ মি. স্টিফেন তার দেশের আইনসভার একজন সদস্য। তিনি মন্ত্রিসভার ও নির্বাচীর দায়িত্ব পালন করেন। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়। আইন সভার আম্বিধা হারালে তিনি ও তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মি. স্টিফেন-ই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

ক. অধ্যাদেশ কে জারি করেন?

খ. বাস্তুপতির অভিসংশন বলতে কী বোঝায়।

গ. উন্নীপকে মি. স্টিফেন এর কর্মকাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের
শাসনব্যবস্থার কোন পদের সাদৃশ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দিপকে মি. স্টিফেনের অনুরূপ পদ বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার
মধ্যমণি তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও।

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

କୁ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରେନ

৪ সুজনশীল ২৫ নং এর ‘খ’ প্রশ্নেওতর দেখো

গু সুজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নাত্তর দেখো

ঘ সুজনশীল ১ নং এর 'ঘ' প্রক্ষেপণ দেখা

প্রশ্ন ► ৪৫ জনাব 'ক' তার জমি-জমা বিরোধ মীমাংসার জন্য বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে একটি মামলা করেন। তিনি আশা করেছিলেন এখান থেকে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন। কিন্তু আদালতের রায়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তার বিরোধী বিবাদি অনেক অর্থ সম্পদের মালিক। মামলার রায়ে তিনি মনে করেন বিচারক নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তিনি ভাবলেন বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ কিছু দিককে প্রাধান্য না দিলে জনগণ কথলও ন্যায়বিচার পাবেন না।

କ୍ରୋଟିନ୍‌ମେଟ୍ ପାଦାଳିକ ସ୍କୁଲ ଓ କ୍ଲେମ୍‌ବ୍ୟୁ, ରଂପୁର । ପ୍ରତ୍ୟେ ନେଇ ଥିଲା

- ক. প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদবৰ্যাদা কী? ১

খ. অধাদেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'ক' যে আদালতে মামলা করেছেন তার কার্যপ্রণালি ও
কাজের পরিধি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বিচারকদের নিরপেক্ষ
থাকা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে বলে তুমি মনে
কর। বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

কে প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদব্যাদা হলো তিনি সরকার প্রধান।

খ) অধ্যাদেশ বা Ordinance হলো জরুরি আইন। জাতীয় সংসদে ঘষনা করা অধিবেশন থাকবে না, তখন যদি জাতীয় স্বার্গ বিস্তৃত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উভৰ হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনামতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে জরুরি আইন প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন, সেগুলোকেই অধ্যাদেশ বলা হয়। এ সব অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর হয়। তবে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হয়ে থাকলে উপস্থাপনের ৩০ দিন পর তা বাতিল হয়ে যাবে। আবার এসব অধ্যাদেশ সংসদে অনুমোদিত হলে তা আইনে পরিণত হবে।

গ) উদ্বীপকে জনাব 'ক' ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্গত হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করেছেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে তিনটি এখতিয়ার থাকবে। ১. আদি এখতিয়ার ২. আপিল এখতিয়ার এবং ৩. অন্যান্য এখতিয়ার।

আদি ও আপিল এখতিয়ার: সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বলবৎ

- করার দায়িত্ব হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত।

 ১. সংবিধান ও অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের মৌলিক আপিল সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ক্ষমতা ও একত্বিয়ার থাকবে।
 ২. কোনো সংকুল ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কোনো কাজ করা হতে বিরত রাখতে অথবা করণীয় কাজ করার জন্যে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে।

৩. কোনো সংকুল্প ব্যক্তির আবেদনক্রমে হাইকোর্ট বিভাগ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তির কার্যধারাকে আইনসঙ্গত নয় বা আইনগত কার্যকারিতা নেই বলে ঘোষণা করতে পারবে।

৪. হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে এবং কোনো ব্যক্তি কোন কর্তৃত্ব বলে কোন পদমর্যাদায় আসীন রয়েছেন তার প্রমাণ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

৫. হাইকোর্ট যদি মনে করে অধীনস্থ কোনো আদালতের মোকদ্দমায় সংবিধানের ব্যাখ্যাদানজনিত আইনের জটিল প্রশ্ন জড়িত তবে মামলাটি তুলে নিয়ে এসে নিজেই মীমাংসা করতে পারবে।

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত তথা হাইকোর্ট বিভাগ অধিস্থন সকল আদালত ও ট্রাইবুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনা করবে এবং সকল অধিস্থন আদালতের জন্যে কার্যবিধি প্রণয়ন করবে।

যা জনগণের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিচারকদের নিরপেক্ষ থাকা নিয়মিতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলে আমি মনে করি।

বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি: বিচারকদের নিরপেক্ষতা বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতির ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার ব্যবস্থা পৃথক হলে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে সক্ষম হন।

আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণ: বিচার বিভাগের ওপর যেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি না হয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্যে কেউ যাতে অশুভ প্রচেষ্টা চলাতে না পারে, বিচারকরা যাতে ঘূর্ষণ দুর্নীতিতে লিপ্ত না হন সেসব বিষয়ে আইনজীবীদের সতর্ক থাকতে হবে।

বিচারকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগদান করা উচিত। কেননা আইন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ দিলে, তার পক্ষে সৃষ্টি ও নির্ভুলভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণ মানুষকে যোগ্য করে তোলে। বিচারক পদে যাবা নিয়োগ লাভ করবেন তাদেরকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

সতততা: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সৎ ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ দিতে হবে।

বিচারকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা এবং সামাজিক মর্যাদা: বিচারকদের আকর্ষণীয় বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করলে তারা সহজে দুর্নীতিগ্রস্ত হবে না। সৎ ও নির্ণোভ থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাৰূপ, দেশৱৰক্ষা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগ নিয়ে 'ক' রাষ্ট্রটির নির্বাহী বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রপতি শাসনতাত্ত্বিক প্রধান, সরকার প্রধান নন। প্রধানমন্ত্রী দেশটির শাসনব্যবস্থার মধ্যমনি, মন্ত্রিসভার মূলস্তুত।

ইস্পাহনী প্রবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৪/

- ক. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত? ১
- খ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি কীরূপ? ২
- গ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে উল্লেখিত 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কতটুকু মিল রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মিল কতটুকু তা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লজ্জন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ডিঙ্গিতে

অভিশংসনের প্রস্তাব স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নোটিশ প্রদানের চৌল থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অন্যুন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের জন্ম 'ক' বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরই নামান্তর মাত্র।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। তবে তার ক্ষমতা নাম সর্বো। তিনি বছরের প্রথম অধিবেশনে সংসদে ভাষণ দেন। একই তারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামান্তর রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাকে প্রেফেটার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জন্ম 'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের শাসনতাত্ত্বিক প্রধান রাষ্ট্রপতির পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সামৃদ্ধ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে প্রধানমন্ত্রী দেশটির শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি, মন্ত্রিসভার মূলস্তুত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা তাই দেখতে পাই।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, আবার তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার পতন হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রী যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভার কর্মসূচি ও সংসদের আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই রচিত।

তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী গোটা শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তিনি সকল প্রকার কার্যের মধ্যমণি।

চতুর্থত, প্রধানমন্ত্রী তার ব্যক্তিত্ব ও দলীয় নেতা হিসেবে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী।

পঞ্চমত, জরুরি অবস্থা চলাকালে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন।

ষষ্ঠত, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং এক প্রকার এক্সিস্ট গড়ে তোলেন।

সপ্তমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। জাতীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের সংহতির জন্য তিনি সম্ভাব্য সরকারিচুক্তি করে থাকেন।

অষ্টমত, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ব্যক্তিত্ব কোনো চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

নবমত, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তার নেতৃত্বে ও পরামর্শে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, মূলত্বিও স্থগিত করেন।

দশমত, প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা। তিনি সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিবৃতি ও বক্তৃতা দান করে জনগণকে অবহিত করেন। জাতীয় স্বার্থ ও সুষ্ঠু রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৫



ইস্পাহানী প্রাবল্যিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১।

- ক. বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী? ১
খ. 'কোরাম' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. চিত্রে প্রদর্শিত স্থানে বাংলাদেশ সরকারের কোন সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চিত্রে প্রদর্শিত বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ-এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ. কোরাম বলতে সুনিদিক্ষ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়।

কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে সিপকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখেন কিংবা মূলত্বি ঘোষণা করেন।

গ. চিত্রে প্রদর্শিত স্থানটি হচ্ছে জাতীয় সংসদ ভবন। এখানে বাংলাদেশের আইনসভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থ তহবিলের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকারী। সংসদের অনুমোদন ছাড়া সরকার কোনো প্রকার অর্থ ব্যয় করতে পারে না। প্রত্যেক অর্থবছরে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত বাজেট সংসদে পেশ করতে হয়। সংসদের অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সরকারকে চলতে হয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদকে শাসন সঞ্চালন সকল কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়, জবাবদিহি করতে হয় এবং সংসদের অধিকাংশ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করলে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সংসদে মূলত্বি প্রস্তাব, নিম্ন প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আর প্রধানমন্ত্রী সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে।

জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতি, সিপকার ও ডেপুটি সিপকার নির্বাচন সঞ্চালন কাজ সম্পাদন করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের মহিলা সদস্যগণও জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সংবিধান লজ্জন, পুরুত্ব অপরাধ, শাস্ত্রীয় ও মানসিক অসুস্থিতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে সিপকার, ডেপুটি সিপকার ও ন্যায়পালকে অপসারণের ক্ষমতা ও সংসদের রয়েছে। আবার জাতীয় সংসদ রাষ্ট্র ও জনগণের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজন অনুযায়ী সংবিধানের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন করে থাকে। এর পাশাপাশি সংসদ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধিক্ষম আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদনের ক্ষমতা ও সংসদের রয়েছে।

ঘ. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চিত্রে প্রদর্শিত বিভাগ তথা আইন বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় সংসদ যেভাবে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো—

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা: জাতীয় সংসদের সদস্যগণ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সংসদ মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শাসন বিভাগকে সংযুক্ত রাখেন।

মূলত্বি প্রস্তাব: জাতীয় সংসদ সদস্যগণ প্রয়োজনে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য মূলত্বি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে।

নিম্নাসূচক প্রস্তাব: শাসন বিভাগের কোনো নীতি, কর্মসূচি সম্পর্কে জাতীয় সংসদ নিম্নাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করে এবং তা পাস করে শাসন বিভাগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ছাটাই প্রস্তাব গ্রহণ: জাতীয় সংসদ ছাটাই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: জাতীয় সংসদ সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় সংসদ সরকারের আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সম্বলিত বাজেট পাস করে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী আলোচনা: রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করে থাকেন। সংসদ সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান করে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অনাস্থা প্রস্তাব: মন্ত্রিসভার বিবুল্দ্ধে জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করাই হলো শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান উপায়। জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার বিবুল্দ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকারের পতন ঘটে।

উপরে আলোচিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন বিভাগ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ মিঃ গোর 'ঘ' রাষ্ট্রের একজন আইনসভার সদস্য। তিনি সরকারের মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পরিচালিত হচ্ছে। আইন সভার আস্থা হারালে তিনিসহ পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য। মিঃ গোরই তার রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

/তত্ত্বপক্ষ আবন্দন মঙ্গল কলেজ কুরাদলগঞ্জ কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৬।

ক. জাতীয় সংসদের কার্যকাল কত বছর? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারণ করা হয়? বুঁবিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সরকার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিঃ গোরই হলেন তার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি — উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জাতীয় সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন পদ্ধতির মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

সংবিধান লজ্জন বা গুরুতর অসদচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতির সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের রাষ্ট্রপতির যুক্তি অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাব সিপকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নেটিশ প্রদানের চৌদ্দ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাব আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অনুন্ন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে যর্মে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে এ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ. সূজনশীল ৩০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একাধারে তিনি প্রশাসক, তত্ত্বাবধায়ক, বিচারক, সমন্বয়কারী আবার অন্যদিকে তিনি জনগণের বন্ধু এবং সেবকও বটে। জেলা প্রশাসনে এরূপ বহুমুখী ভূমিকা ও কাজের জন্য তাকে জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়। *(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম) প্রশ্ন নং ৮/*

ক. দুর্নীতি কী? ১

খ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি লিখ। ২

গ. 'জেলা প্রশাসক জনগণের বন্ধু' ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জেলা প্রশাসককে 'জেলার চোখ, কান, মুখ ও মাথা বলে অভিহিত করা হয়'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাস্তিগত স্বার্থৈচ্ছারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি।

খ রাষ্ট্রপতির অভিশংসন হলো তাকে অপসারণ করার একটি পদ্ধতি। সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিশংসিত করা যায়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিশংসনের প্রস্তাৱ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হয়। নেটিশ প্রদানের চৌক থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে এ প্রস্তাৱ আলোচিত হতে হয়। তারপর সদস্য সংখ্যার অনুন্ন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে মৰ্মে সংসদ কোনো প্রস্তাৱ গ্রহণ করলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

গ সৃজনশীল ২৬ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ জনাব রওশন সিদ্দিক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই মুখ্য। তারই দলের মনোনীত, প্রার্থী জনাব হামিদুজ্জামান সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। জনাব রওশন সিদ্দিক আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মণ্ডকুফ করতে না পারলেও জনাব হামিদুজ্জামান তা পারেন।

(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম) প্রশ্ন নং ৭/

ক. বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা কে? ১

খ. সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য কী? ২

গ. জনাব হামিদুজ্জামানের সাথে বাংলাদেশের যে পদের ব্যক্তির মিল রয়েছে তার পদ মর্যাদা ও ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রওশন সিদ্দিকই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু- তৃষ্ণি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন অ্যাটনি জেনারেল।

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সার্ক গঠন করা হয়। সার্ক একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। পারস্পরিক কল্যাণ ও আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক (SAARC) গঠন করা হয়। বর্তমান বিশ্ব আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশ্ব। বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবস্থ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

গ সৃজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ জনাব আনিস একটি দেশের সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হয়। তার বিবুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না। অন্যদিকে জনাব মকবুল এই দেশের সরকার প্রধান। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই তিনি প্রদান করে থাকেন। জনাব আনিস দু একটি বিষয় ছাড়া প্রায় সব বিষয়ে জনাব মকবুলের পরামর্শ নিষে কাজ করেন। সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। *(অগ্রবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম) প্রশ্ন নং ৮/*

ক. কোরাম কাকে বলে? ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. উদ্বীপকে জনাব আনিসের পদের তৃতীয় কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. জনাব আনিস ও জনাব মকবুলের ক্ষমতার তুলনা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট সংখ্যাক সংসদ সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, তাকে কোরাম বলে।

খ ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সম্মান্যব্যবস্থার স্থূল হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার বিভাগের ওপর আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সর্বোপরি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অন্বীকার্য।

গ জনাব আনিসের সাথে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের রাষ্ট্রপতির মিল আছে। নিচে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি দেয়া হলো—

সংবিধানের ছাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়েছে। নিরান্তর বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিরোগ ও প্রধান বিচারপতি নিরোগ ব্যক্তিত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিরান্তর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিরোগ, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মণ্ডকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

উদ্বীপকে দেখা যায়, জনাব আনিস সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তার বিবুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না। জনাব আনিসের নামে সরকারের সকল নিরান্তর ক্ষমতা গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনতাবে কাজ করতে পারেন না। এমনকি উচ্চপদে নিরোগদানের ক্ষেত্রেও তাকে জনাব মকবুলের সাথে পরামর্শ করতে হয় যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাজের অনুরূপ।

ঘ জনাব আনিস ও জনাব মকবুলের কাজের ধারা-বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্মধার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়। যেমন—

- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিরোগ, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিরোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- রাষ্ট্রপতি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী নিরোগ করেন।
- কোনো কারণে জাতীয় সংসদ বাজেট পাস করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ৬০ দিন মেয়াদের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ মন্ত্রুর করতে পারেন।

• বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগের ১৪১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বা অন্য দেশ কর্তৃক আক্রমণ হলে বা অভাস্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ঘোষণার আগেই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। সংসদ অধিবেশন না থাকলে অধিবেশন হলে তখন তা পাস করিয়ে নিতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, জনাব আনিস ও জনাব মকবুলের কাজের ধারা বাংলাদেশের শাসন বিভাগের দুই কর্মধার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে তুলনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৫০ জনাব 'ক' একজন সিনিয়র আইনজীবী। তিনি সরকারের পক্ষে যেকোনো আদালতে তার বক্তব্য প্রদান করে থাকে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মত মর্যাদা ভোগ করবেন। তবে গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারবেন।

/জগ্নিবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম/ গ্রন্থ নং ১১/

- ক. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থের অভিভাবক কে? ১
খ. কর্ম কমিশন কিভাবে কাজ করে থাকে? ২
গ. উদ্দীপকে যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তাঁর কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজ করতে পারে—
ব্যাখ্যা কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থের অভিভাবক হলো জাতীয় সংসদ।

খ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানত ৪ ধরনের কাজ করে থাকে। যথা:

- প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা।
- নিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শমূলক কাজে
- বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান ও
- আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কাজ।

গ উদ্দীপকে যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি নিচে বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি মূলত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি, আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগের পর্যালোচনা ও ক্ষমতা। শাসনতন্ত্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব হাইকোর্টের ওপর ন্যস্ত। সুপ্রিম কোর্টের আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ও একত্যাকার আপিল বিভাগে। আইনসভা প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধান পরিপন্থ হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট সেই আইন বাতিল করতে পারে। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্ট 'কোর্ট অব রেকড' রূপে কাজ করে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো জাতিল প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাইতে পারেন। এভাবে মতামত চাওয়া হলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তা জ্ঞাপন করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ আদালত ও এর কার্যাবলির পরিধি বিস্তৃত।

ঘ গণতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটি নিশ্চিতকরণে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

বিচারব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। আর বাংলাদেশ বিচারব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, এটি হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার দায়িত্ব ন্যস্ত। হাইকোর্ট বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সহায়তায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন সংরক্ষণ করতে পারে। কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ঘর্ষ হলে তিনি হাইকোর্ট বিভাগের আশ্রয় নিতে পারেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যেন সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে সে ব্যাপারেও হাইকোর্ট বিভাগ দৃষ্টি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কেউ বিষ্ণুত হলে হাইকোর্ট বিভাগ তাকে ঘথাঘথ সহায়তা দিয়ে থাকে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৫১ একটি সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পদে নিয়োগদান করেন। সভাপতির নামে সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও সাধারণ সম্পাদকই মূলত যাবতীয় কার্যাবলির সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনটির নেতৃত্ব প্রদান করলেও এর সদস্যদের বিবুদ্ধে পৃষ্ঠীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সভাপতি হ্রাস-বৃদ্ধি বা রহিত করতে পারেন। /স্কলারশিপস সিলেক্ট/ গ্রন্থ নং ৭/

ক. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়? ১

খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে তোমার দেশের শাসন বিভাগের কোন পদাধিকারীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামগ্রস্যপূর্ণ তোমার দেশের নিয়মতাত্ত্বিক প্রধানের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। তুমি কী এ বক্তব্য সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

খ অভিশংসন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে বোঝায়।

সংবিধানের কোনো ধারা লজ্জান, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক পদের অধিকারী ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থনে অভিশংসন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচী। তিনি হলেন শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভা পঠিত ও পরিচালিত হয়। তার পরামর্শই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অস্থা হারালে কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি একাধারে দলের নেতা, সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার মধ্যমণি, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা এবং জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাধারণ সম্পাদকই মূলত সংগঠনটির যাবতীয় সফলতা-ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। এছাড়া তিনি সংগঠনটির নেতৃত্বে দিয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাধারণ সম্পাদক পদের সাথে আমার পঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের নিয়মতাত্ত্বিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক—আমি এ বক্তব্যকে সমর্থন করি।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রদর্শনের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঙ্গুর করবার এবং যে কোনো দণ্ড মণ্ডকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা প্রদর্শনের অধিকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। কেননা অনেক সময় ভুলে বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে বা হৃষকি ও ভীতি থেকে বাঁচতে, অর্থের প্রলোভনে কিংবা আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে, উপযুক্ত সাক্ষ প্রমাণের অভাবে বিচারকগণ রায় দিয়ে থাকেন। ফলে প্রকৃত অপরাধী শাস্তির আড়ালে থাকেন এবং নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা পান। এরূপ ভুল সংশোধন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পুনঃবিবেচনা ক্ষমতা সত্যিকার অথবাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

সুতরাং উদ্দীপকের সভাপতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার দেশের নিয়মতাত্ত্বিক প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুনঃবিবেচনার ক্ষমতা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৫২ মাহমুদুল হাসান সাহেব একটি উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তা। সবাই তাঁকে ইউ, এন, ও নামেই চেনে। তিনি উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করেন। উপজেলায় বর্তমানে অনেক সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া রয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। উপজেলা নির্বাচী অফিসার বা ইউ, এন, ও উপজেলা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। /স্বত্ত্বারসহেম সিলেট/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. ‘উপজেলা’ ব্যবস্থা কে, কখন প্রবর্তন করেন? ১

খ. এন.জি.ও. বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। উভয় শাসনের পার্থক্য নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘উপজেলা পরিষদ’ এর কাজগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তুসেইন মুহুম্মদ এরশাদ ১৯৮৩ সালে।

খ এন.জি.ও হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

এনজিওগুলো কৃত্রি ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের বিশেষ করে মাঝীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা, নিরস্ফুরতামূলক বাংলাদেশ গড়তে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে সাধারণ মানুষকে সচেতন করাসহ নানা কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সংস্থাগুলো গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিকট টেকসই ও সমর্পিত ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিনিসেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন, দূষিত পানি এবং অনিরাপদ স্বাস্থ্য অভ্যাসের কারণে সৃষ্টি দৃষ্টি চক্রের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

গ স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসনের মধ্যে গঠন এবং কার্যক্রমের দিক থেকে সুলভ পার্থক্য বিদ্যমান।

স্থানীয় শাসন হলো অঞ্চলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা আর স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন হলো নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসন স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। আর স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হারা স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসিত সংস্থার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণ সাধন।

স্থানীয় শাসন হচ্ছে সেই প্রশাসন যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি প্রশাসককে নিয়োগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই এর প্রধান কাজ। যেমন— বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। অপরদিকে, স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন বলতে বোঝায় এমন ধরনের সরকারব্যবস্থা যা ছোটো ছোটো এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হারা গঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তাই বলা যায়, স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ঘ সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে উপজেলা পরিষদ বহুবিদ্য কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষামূলক কাজ, জনকল্যাণ ও সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দফতরের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে।

সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্যজানিত অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরে কাজ করে। স্যানিটেশন, পয়ঃনিরুক্তাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় ব্যবস্থা করে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উন্নয়নকরণ ও সহায়তা প্রদান করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্লীড়া এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা প্রদান করে। কৃষি উন্নয়নে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়ও করে থাকে উপজেলা পরিষদ।

আলোচনা শেষে বলা যায়, উপজেলা পরিষদ জনকল্যাণে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ জনাব জাতেদ আলী ও জনাব আব্দুল মতিন দেশের দুটি সম্মাজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাচী ক্ষমতা জাতেদ আলীর নামে গৃহীত হলেও তিনি কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন না। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আব্দুল মতিনের সিদ্ধান্তই মুখ্য। /জনাববাদ ক্যাটলবেট প্রাবলিক স্কুল এচ কলেজ সিলেট/ প্রশ্ন নং ৯/

ক. মন্ত্রণালয় কী? ১

খ. বাংলাদেশের প্রশাসনের স্থায়ুকেন্দ্র কোনটি এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আব্দুল মতিনের সঙ্গে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কোন পদের সাদৃশ্য রয়েছে? এই পদের নেতৃত্বান্ত সংক্রান্ত কাজটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জাতেদ আলী ও আব্দুল মতিনের কাজের সমন্বয়ের ওপরই রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল।— তোমার মতামত দাও। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা।

খ সচিবালয় বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

সচিবালয় গঠিত হয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ে। সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সচিবালয়ে। অধীনস্থ দণ্ডের বা বিভাগগুলো সচিবালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোনো বিভাগীয় প্রধান সচিবের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট কোনো কিছু পাঠাতে পারে না। যদি একান্তভাবে কোনো বিষয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হয় তবে আলোচনার প্রধান বিষয়গুলো আগে সচিবকে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন সরাসরি

সচিবালয়ের সঙ্গে যুক্ত। সচিবালয় হতে প্রাণ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের সচিবালয় সমন্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল বিভাগ, দপ্তর ও অধীনস্থ সংস্থাগুলো সচিবালয়ের মুখ্যপেক্ষী। এজন্য সচিবালয়কে সরকারের মুখ্যপাত্র বলে।

- গ** সূজনশীল ১ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
ঘ সূজনশীল ২০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৪



/সচিবালয়ে সরকারি মহিলা কলেজ। এই নং ৮/

- ক. বাংলাদেশের আইনসভা কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১
 খ. ন্যায়পাল সম্পর্কে কী জান? ২
 গ. চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি সংসদীয় ব্যবস্থায় কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভা ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ ন্যায়পাল বলতে এমন একজন সরকারি মুখ্যপাত্র বা প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তাকে বোঝায় যিনি যে কোনো বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছিল। ন্যায়পাল তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাস্তরিক রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে।

গ চিত্রে উপস্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদ।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনসংক্রান্ত সব কাজ পরিচালনা করে থাকে। অর্থাৎ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থাও বলা যায়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই দেশের শাসন বিভাগ পরিচালিত হয়।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসনবিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। সংসদে যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মূলত প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কাইটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ ক্ষেত্রে বিরাধীদলের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করছে।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। নিম্নে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

- ১. আইন সংক্রান্ত:** জাতীয় সংসদ একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিকট ন্যস্ত।

- ২. শাসন সংক্রান্ত:** শাসন বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে।
৩. সংবিধান সংক্রান্ত: বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের বিধানসমূহ সংশোধন বা রাখিত করা যায়।
৪. নির্বাচনী কার্য: জাতীয় সংসদ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে। যেমন: রাষ্ট্রপতি, প্রিকার ও ডেপুটি প্রিকার নির্বাচন।
৫. অর্থ সংক্রান্ত কাজ: জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থভাবারের রক্ষক, অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেক অর্থবছরের প্রারম্ভে অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট পেশ করেন।
৬. চাকরিসংক্রান্ত: জাতীয় সংসদ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা চাকরিতে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৭. অধ্যাদেশ সংক্রান্ত: জাতীয় সংসদের অনুমতি পেলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয়।
৮. সামরিক ক্ষমতা ও কাজ: জাতীয় সংসদ আইনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের গঠন, সংরক্ষণ ও কমিশন প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ নিচের ছবিটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জাতীয় সংসদ
ভবন

চিত্র-১

সুপ্রিম কোর্ট

চিত্র-২

- /বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা। এই নং ৬/
- ক. বাংলাদেশের সংবিধান কতবার সংশোধন করা হয়েছে? ১
 খ. 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' দিবস ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য নিরূপণ কর। ৩
 ঘ. তুমি কি মনে কর দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চিত্র ১ নামক প্রতিষ্ঠান এবং চিত্র-২ নামক প্রতিষ্ঠান উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে? যুক্তি দেখাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে।

খ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বলতে বুঝায় পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুন্দ্রের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিদান করে। এরপর লক্ষণ ও নতুন দিনি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে, তার স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। তখন থেকে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

- গ** চিত্র-১ এবং চিত্র-২ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ এবং সুপ্রিম কোর্ট-এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য নিচে আলোকণ্ঠাত করা হলো—
 জাতীয় সংসদ এককক বিশিষ্ট আইনসভা। আর সুপ্রিম কোর্ট জাপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত। জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। ৩০০ জন সাধারণ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একক নির্বাচন এলাকা হতে নির্বাচিত হন এবং বাকি ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। মহিলা সদস্যগণ সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে, প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন প্রাপ্ত করার জন্য

প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। বিচারকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন প্রাপ্ত করবেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্টে আসন প্রাপ্ত করবেন। জাতীয় সংসদের সদস্য হতে হলে অন্যুন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে সুপ্রিম কোর্টে অন্যুন দশ বছর এ্যাডভোকেট থাকতে হবে, অথবা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্যুন দশ বছরকাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। অথবা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের স্বারূপ নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে।

ষ হ্যাঁ, আমি মনে করি, দেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চিত্র-১ ও চিত্র-২ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ ও সুপ্রিম কোর্ট উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় সংসদ একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিকট ন্যস্ত। সংসদ যেকোনো আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। দেশ বা জনগণের প্রয়োজনে সংসদ সদস্যাগণ নতুন আইনের প্রচলন এবং প্রচলিত আইন সংশোধনের বিল উত্থাপন করে থাকে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। আর সংসদে পাসকৃত আইনগুলো বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট তথা বিচার বিভাগের।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ বা সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিগতভাবে রক্ষাকৃত হিসেবে কাজ করে। আদালত ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রান্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্বীক্ষ্য।

অতএব বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদ ও সুপ্রিম কোর্ট বা বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ জনাব রফিকুল ইসলাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই মুখ্য। তার দলের মনোনীত প্রার্থী তরিকুল ইসলাম রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়েছেন। জনাব রফিকুল ইসলাম আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মণ্ডকুফ করতে না পারলেও জনাব তরিকুল ইসলাম তা পারেন।

/বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, চুলনা। প্রশ্ন নং ১১/

ক. জাতিসংঘ দিবস কোনটি?

১

খ. কোরাম বলতে কী বুঝা? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. জনাব তরিকুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের কোন পদের মিল রয়েছে? উক্ত পদের পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রফিকুল ইসলাম' শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জাতিসংঘ দিবস ২৪ অক্টোবর।

খ. কোরাম বলতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে বোঝায়। 'কোরাম' সংখ্যা ৬০ অর্থাৎ কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সংসদের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। কমপক্ষে ৬০ জন সংসদ সদস্য বৈঠকে উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদের বৈঠক স্থগিত রাখবেন কিংবা সংসদের বৈঠক মুলতুরি ঘোষণা করবেন।

গ উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে। তিনি সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল নির্বাচী কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরই নামান্তর মাত্র।

উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলাম রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মণ্ডকুফ করতে পারেন। একই ভাবে জনাব তরিকুল ইসলাম এর মতো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তার নামে নির্বাচী কার্য সম্পাদন করা হলেও তিনি মূলত কিছুই করেন না। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাই সকল দায়িত্ব পালন করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর প্রামাণ্যে সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। প্রতিটি নতুন সংসদের শুরুতে এবং ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি সংসদে ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করবেন। রাষ্ট্রপতি অবস্থায় তিনি কোনো কাজ করলে বা না করলে সেজন্য তাকে আদালতে জবাবদিহি করতে হয় না। তার বিবৃত্বে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি মামলা করা যাবে না এবং তাকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। এছাড়া তিনি আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস করতে পারেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের জনাব তরিকুল ইসলাম এর সাথে বাংলাদেশের শাসনতাত্ত্বিক প্রধান রাষ্ট্রপতিরই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সুজনশীল ১৮ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

তাহের ও জিং জিয়ান দুজন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। তাহের এর রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু জিং জিয়ান এর রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান একই ব্যক্তি। তিনি আইন সভার নিকট দায়বন্ধ নয়।

/বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, চুলনা। প্রশ্ন নং ১/

ক. বিজাতি তত্ত্বের প্রবন্ধ কে?

১

খ. "Divide and Rule Policy" কী ব্যাখ্যা কর।

২

গ. জিং জিয়ান এর রাষ্ট্রে কী ধরণের সরকার বিদ্যমান। উক্ত সরকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে তাহের এর রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি একই— তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিজাতি তত্ত্বের প্রবন্ধ হলেন মোহাম্মদ আলী জিনাহ।

ঘ. 'Divide and Rule Policy' হলো 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি'। এটি ব্রিটিশ শাসকদের একটি কৃটকোশ্বল।

১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের 'Divide and Rule Policy' এর অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

ঘ. জিং জিয়ানের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসনকর্তা হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইনসভার নিকট দায়বন্ধ নন। এখানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সেবকমাত্র। রাষ্ট্রপতিকে প্রামাণ্য বা সাহায্য দান করতে কোনো মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকতে পারে। এরপ মন্ত্রীরা বা

উপদেষ্টারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারেই নিযুক্ত বা অপসারিত হন। তারা সমস্ত কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। মূলত তারা রাষ্ট্রপতির কর্মচারি হিসেবে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান।

জিঃ জিয়ানের রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান একই ব্যক্তি। এছাড়া তিনি আইনসভার নিকট দায়বস্ত্বও নন যা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অনুরূপ। তাই বলা যায়, জিঃ জিয়ানের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

৩ হ্যা, বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতির সাথে তাহেরের রাষ্ট্রের সাদৃশ্য আছে।

তাহেরের রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ রাষ্ট্রে সরকার প্রধান আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচী বিভাগ আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাহেরের রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। মন্ত্রীরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। কারণ আইনসভার আস্থা হ্যালে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সকল কাজকর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতির সাথে তাহেরের রাষ্ট্রের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ রাজধানীর শ্যামপুর থানার একটি মামলায় বিনা বিচারে প্রায় দেড় দশক ধরে কারাগারে ছিলেন চান মিয়া। এ বিষয়ে বেসরকারি একটি চ্যানেলে সংবাদ প্রচারিত হলে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনেন দুই আইনজীবী। সর্বোচ্চ আদালত চান মিয়াকে জামিন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতকে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন।

প্রামাণ্য সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/

- ক. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কে? ১
- খ. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এর গঠন বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালতের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদের ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তারা সংসদ সদস্যদের হারা নির্বাচিত হবেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। যথা: (ক) আপিল বিভাগ ও (খ) হাইকোর্ট বিভাগ।

রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজনবোধ করবেন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান

বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়েগ করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকদের নিয়ে আপিল বিভাগ গঠিত হবে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে হাইকোর্ট এবং স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ কোনো কারণে শূন্য হলে আপিল বিভাগের প্রবীণতম বিচারক অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্যতাৰ প্রাপ্তি করবেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আর বিচারকদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অনন্য।

বিচার বিভাগের দক্ষতার ওপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। নাগরিকদের অধিকার ও সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকৰ্ত্ত হিসেবে কাজ করে। আর সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার মধ্যমণি।

সুপ্রিম কোর্ট ন্যায়বিচার, বিচারক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং প্রাপ্তিক ও দরিদ্রের জন্য যথাযথ বিচার নিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করায় ভূমিকা রাখে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলের জন্য একই ধরনের বিচার নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অনুরীকার্য।

আইনের শাসনের রক্ষক ও অভিভাবক হলো সংবিধান, আর সংবিধানের রক্ষক হলো সুপ্রিম কোর্ট। কোনো আইন সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে সুপ্রিম কোর্ট তার সুরাহা করে। সরকার বেছচারী হয়ে উঠলে আইনের শাসন বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে সুপ্রিম কোর্ট নামা কৌশল প্রয়োগ করে। আইন অমান্যকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বা সরকার, মানবাধিকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুতর অন্যায়, অধিকার লঙ্ঘন, ক্ষতি হলে সুপ্রিম কোর্ট বেছচায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিবুন্দে বুল জারি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্য এবং নিষ্পত্তি করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্ব-প্রণোদিত হয়ে সুয়োমোটো বুল জারির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রতিকার দিয়ে থাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ ভূমিকা আছে। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা সুপ্রিম কোর্টের কাজ।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ হাসানের দেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী। এখানে একজন নির্বাচী বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি আছেন অথচ তিনি নামে প্রধান। তিনি সরকার প্রধানদের পরামর্শ অনুযায়ী সীমিত ক্ষমতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকার নন, নামে মাত্র প্রধান।

আসকের একজেমি (স্কুল এত কলেজ) বেতা, পাবনা। প্রশ্ন নং ৬/

- ক. কোন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়? ১
- খ. অভিশংসন কাকে বলে? ২
- গ. হাসানের দেশের নির্বাচী প্রধানের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচী প্রধানের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. হাসানের দেশের নির্বাচী প্রধান, সরকার প্রধান নন বরং নামে মাত্র প্রধান— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

৬ সূজনশীল ১৩ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

৭ সূজনশীল ২০ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

৮ হাসানের দেশের নির্বাচী প্রধান সরকার প্রধান নন বরং নামেমাত্র প্রধান- উত্তিটি যথাৰ্থ।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি সরকার প্রধান নন। এ শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও কোনো নির্বাচী ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। রাষ্ট্রপতি দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বমুহূর্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি সরকার প্রধান নন।

নির্বাচী বিভাগের যাবতীয় কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগের কর্তৃত প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতি দান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মণ্ডুক বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রাপ্ত করেন।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রশ্নের উত্তিটি যথাৰ্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬০ শাওনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হলে নিম্ন আদালত স্বাক্ষৰ প্রমাণের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিচার কার্য সম্পন্ন করে তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। এ রায় তার মনোপূত না হওয়ায় সে উচ্চ আদালতে নিয়মতাত্ত্বিকভাবে শরনাপন্ন হন।

(আলহের একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেঙ্গল পাবনা। প্রশ্ন নং ১০)

ক. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে কে শপথ পাঠ করান? ১

খ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? ২

গ. শাওন যে উচ্চ আদালতে শরনাপন্ন হয়েছিল তার নাম গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা কর। ৩

ঘ. উচ্চ আদালত জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক ও সংবিধানের অভিভাবক— উত্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রধান বিচারপতিকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি।

খ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন বিধিবিধানের আলোকে সরাসরি যেসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে বোঝায়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকার তথ্য নির্বাচী বিভাগ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। এই সংস্থাগুলোর সভাপতি ও সদস্যগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগিত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্মশন, নির্বাচন কমিশন, এটর্নি জেনারেল, মহাসিংহ নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

গ উদ্দীপকের শাওন যে আদালতে আপিল করেন তার নাম হলো সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এটি ঢাকা শহরের রমনায় অবস্থিত। উদ্দীপকের শাওন এ আদালতেই আপিল করেন। নিচে শাওনের আপিলকৃত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের গঠন বর্ণনা করা হলো—

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগের সমবয়ে গঠিত, যথা: হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন প্রাঙ্গণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেবৃপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেবৃপ্ত সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন প্রাঙ্গণ করবেন। সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ বিচার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ঘ উক্ত আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। উত্তিটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ কার্যকরী করার সকল দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ মর্মে সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ক) কোনো সংকুল ব্যক্তির আবেদনক্রমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের কোনো একটি বলবৎ করতে এবং প্রজাতন্ত্রের বিষয়বালির সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোনো বাস্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে। (খ) হাইকোর্টের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো অধিক্রম আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত; তখন হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বয়ং মীমাংসা করবেন।

সংবিধানের ১০৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল প্রাঙ্গণ করার এখতিয়ার রয়েছে আপিল বিভাগের।

তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে, এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নিকট। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের ঘোষিত রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ডুমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভা প্রণীত কোনো আইন যদি সংবিধানের পরিপন্থি হয় তাহলে সে আইনকে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সামনে কেউ যদি বিচার প্রাপ্তি হয়ে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন সংবিধানবিরোধী এবং সেই অবৈধ আইন দ্বারা তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহলে বিচারকরা সেই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সংবিধানের ১০২নং অনুচ্ছেদে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ডুমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৬১ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াও বিভিন্নভাবে অপর একটি অঙ্গের জবাবদিহিত নিশ্চিত করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক করে।

(আলহের একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেঙ্গল পাবনা। প্রশ্ন নং ৭)

ক. অধ্যাদেশ কী?

খ. অর্থ বিল বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটি অন্য একটি বিভাগের জবাবদিহিত নিশ্চিত করে সেই বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাদেশ হলো সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদের অধিবেশন মূলতুরি থাকাকালে বিশেষ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা আদেশ।

খ অর্থ বিল হচ্ছে সেই বিল যাতে কর ধার্য, তার পরিবর্তন, ঘণ্ট গ্রহণ বা ঘণ্ট পরিশোধ, ব্যয়ের মজুরি প্রভৃতি আলোচিত হয়।

কোনো বিল অর্থ বিল কি না তা নির্ধারণ করেন সংসদের সিপকার। এ বিষয়ে তার মতামতই চূড়ান্ত। তবে কোনো অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় সংসদে পেশ করা যাবে না।

গ উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলির সাথে বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের মিল আছে।

বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত।

সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কর্তৃত অনেক। জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে এই বছরের জন্য অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ বা বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করে আইন বিভাগ। তদুপ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের বিভাগটির কাজও হলো সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করা।

উদ্দীপকের বিভাগ নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইন বিভাগও আইন সংক্রান্ত নানাবিধি কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। 'ক' রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী। বাংলাদেশের আইন বিভাগের কাজের সাথে এ বিষয়েও মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাগটি অর্থাৎ আইন বিভাগ শাসনবিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। নিচে শাসন বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি দেওয়া হলো।

শাসন বিভাগ হলো সরকারের সেই বিভাগ যারা প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে শাসনবিভাগ গঠিত। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান এবং তাকে কেন্দ্র করে শাসন বিভাগ আবর্তিত হয়। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আবার তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার পতন হয়। মন্ত্রিসভার কর্মসূচি ও সংসদের আইন প্রণয়ন পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই রচিত। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং এক প্রকার ঐক্যান্ত গড়ে তোলেন। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির জন্য কাজ করে থাকেন। আর রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকারের নাম সর্বস্ব প্রধান। তিনি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী রূপে নিয়োগ দেন। তিনি অ্যাটোর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান ও সদস্যবৃন্দ প্রযুক্তিদের নিয়োগ ও তাদের কার্যাবলির বিধি-বিধান নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও যাইকমিশনার নিয়োগ দেন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও যাইকমিশনারদের প্রশংসন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী শাসনবিভাগের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাকে ঘিরেই শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ৬২ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ। এখানে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দেশের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিস্থান্ত রাষ্ট্রপতিই নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতে এ দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী।

/শহীদ বীর উত্ত লেং আনন্দার গ্লৰ্বস কলেজ, ঢাকা/ গ্রন্থ নং ৭/

গ. উদ্দীপকের দেশটির রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভারতের মত অনুরূপ দায়িত্ব বাংলাদেশে যিনি পালন করে তার কার্যাবলি মূল্যায়ন কর।

৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপতির অভিশংসন হলো তাকে অপসারণ করার একটি পদ্ধতি।

খ জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে এবং তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

বর্তমান সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮ (১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, তিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে তার অবস্থান। তবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রের সকল কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং দুই মেয়াদের অধিক সময় কোনো রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

গ উদ্দীপকের দেশটির রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হলেও কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হে কাউকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান এবং পদচ্যুত করতে পারেন। পক্ষতরে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাদের দণ্ডের ব্র্টিন করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দু-একটি ব্যক্তিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদ কংগ্রেসের কাছে দেশের সার্বিক অবস্থা অবহিত করতে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান, তিনি নিজের নির্বাহী ক্ষমতা বলে প্রয়োজনীয় ঘোষণা, নির্দেশ, অধ্যাদেশ, বিধিবিধান ও আদেশ জারি করতে পারেন। অপরদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সরকারি ঘোষণা দ্বারা সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থান্তিরণ ও ডেঙ্গে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, কংগ্রেস প্রণীত আইন, বিচারালয়ের রায় প্রভৃতি যথাযথ প্রয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি সে দেশের প্রকৃত শাসক কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নামাত্মক শাসক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো অনুরূপ দায়িত্ব বাংলাদেশের যিনি পালন করেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতের মতো বাংলাদেশেও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। আর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সব দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় একই ধরনের কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকেন। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী হলেন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বহুবিধি কার্যাবলি সম্পাদন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভার যে তালিকা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন তারাই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ দান করেন।

প্রধানমন্ত্রীই দেশের মুখ্য শাসক ও সরকার প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই সার্বিক প্রশাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একজন ক্ষমতার অধিকারী। আইন, বিচার, শাসন ও

পরৱর্তী বিষয়ক সকল কর্তৃত প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মসূচি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং সময়গোয়ে বিবৃতি ও বৃত্তা প্রদান করেন। সে হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারের মূল স্তুতি।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ জনাব মোরশেদ এলাহী ও সাফিনা রহমান দেশের দুটি সশ্রান্তিজনক পদে অধিষ্ঠিত। সরকারের সকল নির্বাচী ক্ষমতা মোরশেদ এলাহীর নামে গৃহীত হলেও তিনি কোন ক্ষেত্রেই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারেন না। এমনকি দেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের ক্ষেত্রেও তাকে সাফিনা রহমানের সাথে পরামর্শ করতে হয়। /সেখে ফজিলাতুরেস্বা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৮/

ক. সার্ক-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখ। ২

গ. জনাব মোরশেদ এলাহীর কাজের সাথে বাংলাদেশের কোন পদাধিকারীর কাজের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব মোরশেদ এলাহী ও সাফিনা রহমানের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্ক-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি।

খ স্থানীয় পর্যায়ের শাসনব্যবস্থা বলতে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনকে বোঝায়। সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বাসনকে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন বলে। এটি এমন এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যা কুন্ত কুন্ত এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

গ. সূজনশীল ২০ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১৮ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ রাজু তার বাবার সাথে টেলিভিশনে সংসদ অধিবেশন দেখছিল। অধিবেশনের সংসদ সদস্যগণ সরকারি দলের একজন মন্ত্রীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন। তিনি সব প্রশ্নের জবাবদি দিচ্ছিলেন। রাজু তার বাবাকে জিজেন্স করল, মন্ত্রী মহোদয় কী সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। বাবা বললেন, মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করে সংসদীয় কর্তৃত্বকে ছান্কার করেছেন। /শহীদ বীর উত্তম নেতৃ আনন্দোবার গার্লস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬/

ক. কোরাম কী? ১

খ. বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সংসদের কোন কার্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যটি ছাড়া সংসদ আর কী কী কাজ করতে পারে? বর্ণনা কর। ৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিমাণ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

খ সুপ্রিম কোর্ট হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৪ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে শুরু করে ১১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের

সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতির আসন এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।

গ উদ্দীপকে জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কাজটি ফুটে উঠেছে।

শাসনবিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রিসভা সর্বপকার কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। জাতীয় সংসদে মন্ত্রীসভাকে তার কাজে জন্য জবাবদিহি করতে হয়। সংসদে যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মূলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজু তার বাবার সাথে টেলিভিশনে সংসদ অধিবেশন দেখছিল। তারা দেখতে পায় সংসদ সদস্যগণ সরকারি দলের একজন মন্ত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন এবং তিনি সব প্রশ্নের জবাব দিছিলেন। এথেকে বুঝা যায় তারা টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের শাসনসংক্রান্ত কাজটি প্রত্যক্ষ করছিল। কারণ মন্ত্রিসভাকে তার কাজের জবাবদিহিতা চাওয়া বা প্রশ্ন করা জাতীয় সংসদের শাসনসংক্রান্ত কাজের অন্তর্গত। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ তাদের নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজটি ছাড়াও জাতীয় সংসদের আরো কিছু কাজ রয়েছে।

বাংলাদেশের সকল প্রকার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যে কোনো আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে তা বিলের আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অনুমোদন ব্যুত্তি কোনো কর ধর্য করা যায় না এবং কোনো ব্যায়ও করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাচী বিভাগের যাবতীয় কার্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া, চাকরি, নির্বাচন, অধ্যাদেশ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ বিষয়ে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশ্ন তথা জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কার্যটি ছাড়া সংসদ আরো নানাবিধ কার্যাদি সম্পাদন করে। জাতীয় সংসদ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে কাজ করে। সংসদ একটি বিতর্কসভা হিসেবে কাজ করে এবং এর ব্যাপক আলোচনামূলক ক্ষমতা রয়েছে। সংসদ সদস্যগণ যেকোনো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিতর্ক করতে পারেন। জাতীয় সংসদ জাতীয় অর্থভাগের রক্ষক, অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সংসদ কর্তৃক পাসকৃত আইনের মাধ্যমেই কর ধর্য করা হয় এবং সংসদই আবার ব্যয়ের অর্থ অনুমোদন করে। সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যে

ব্যয় হবে তা রাষ্ট্রপতির সুপারিশক্রমে সংসদে পেশ করতে হবে। বাজেট পেশ করার পর যদি কোনো বছর অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তবে সংসদ তার জন্য অগ্রিম মজুরি দানের ব্যবস্থা করতে পারবে। সংসদ কর্তৃক পাসকৃত আইনের মাধ্যমেই কর ধর্য করা হয় এবং সংসদই আবার ব্যয়ের অর্থ অনুমোদন করে। সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যে

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতা সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও আরো অনেক কাজ রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

★★ জাতীয় সংসদের গঠন

১. কতজন সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে 'কোরাম' হবে? [জান]

- (ক) ৪০
- (খ) ৫০
- (গ) ৬০
- (ঘ) ৭০

(১)

২. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কত? [জান]

- (ক) ৩০
- (খ) ৪০
- (গ) ৪৫
- (ঘ) ৫০

(১)

৩. সংরক্ষিত আসনে মহিলারা কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]

- (ক) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
- (খ) সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে
- (গ) জনগণের পরোক্ষ ভোটে
- (ঘ) সংসদ সদস্যদের হস্তান্তরযোগ্য ভোটে

(১)

৪. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কোন প্রকৃতির? [অনুধাবন]

- (ক) এককক্ষবিশিষ্ট
- (খ) দুই-কক্ষবিশিষ্ট
- (গ) ডায়ার্কি
- (ঘ) ওয়েস্ট মিনিস্টার

(১)

৫. নির্বাচনের পর নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে কতদিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে হবে? [জান]

- (ক) ৭০ দিন
- (খ) ৮০ দিন
- (গ) ৯০ দিন
- (ঘ) ৯২ দিন

(১)

৬. সাবেক সংসদ সদস্য সোহেল তাজ নিজ জাতীয় সংসদের পদত্যাগপত্র কার নিকট জমা দিয়েছিলেন? [প্রযোগ]

- (ক) প্রধানমন্ত্রী
- (খ) আইনমন্ত্রী
- (গ) সংসদবিষয়ক মন্ত্রী
- (ঘ) স্পিকার

(১)

★ জাতীয় সংসদের কার্যাবলি

৭. সংসদীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কোনটি?

- (ক) শাসনবিভাগ
- (খ) বিচার বিভাগ
- (গ) জাতীয় সংসদ
- (ঘ) সচিবালয়

(১)

৮. সংসদ সদস্য নিজ জাতীয় সংসদের পদে কার কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারেন?

- (ক) স্পিকার
- (খ) প্রধানমন্ত্রী
- (গ) রাষ্ট্রপতি
- (ঘ) দলীয় প্রধান

(১)

৯. রহিম সাহেব একজন সংসদ সদস্য। তিনি নিচের কোন ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারেন?

- (ক) মন্ত্রীকে
- (খ) সেনা প্রধানকে
- (গ) ডেপুটি স্পিকারকে
- (ঘ) বিচারপতিকে

(১)

১০. কোনটি জাতীয় সংসদের কাজ নয়? /৪ কো ১০/

- (ক) আইন প্রণয়ন
- (খ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
- (গ) সংবিধান সংশোধন
- (ঘ) মন্ত্রিসভা গঠন

(১)

১১. জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং ভোট' বলতে কী বুঝায়? /সরকারি দেবকু কলজ মনিতগত/

- (ক) পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ভোট
- (খ) পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে স্পিকার প্রদত্ত ভোট
- (গ) পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভোট

(১) পক্ষে-বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে স্পিকার প্রদত্ত ভোট

(১)

১২. সংসদীয় ভাষায় 'বিল' বলতে বোঝায়? /সরকারি বেগম রেকেরা অসম, রংপুর/

- (ক) প্রতিদিনের খরচের হিসাব
- (খ) সাম্রাজ্যিক খরচের হিসাব
- (গ) আইনের প্রাথমিক প্রস্তাব
- (ঘ) উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রস্তাব

(১)

১৩. বেসরকারি বিল বলতে কী বুঝা? /প্রিমিনিস্টা সরকারি মহিলা অসম, রংপুর/

- (ক) সাধারণ সাংসদ কর্তৃক উত্থাপিত বিল
- (খ) মন্ত্রীগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল
- (গ) সংসদ উপনেতা কর্তৃক উত্থাপিত বিল
- (ঘ) সংসদ সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত বিল

(১)

১৪. জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল কত প্রকার? [জান]

- (ক) ২ প্রকার
- (খ) ৩ প্রকার
- (গ) ৪ প্রকার
- (ঘ) ৫ প্রকার

(১)

১৫. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি কোন রাষ্ট্রের আইন পদ্ধতির ন্যায়? [অনুধাবন]

- (ক) যুক্তরাষ্ট্রের
- (খ) ভিটেনের
- (গ) সুইজারল্যান্ডের
- (ঘ) চেক প্রজাতন্ত্রের

(১)

১৬. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিলটি সংসদে কতদিনের মধ্যে সম্মতি দিতে হবে? [জান]

- (ক) ৫ দিন
- (খ) ৭ দিন
- (গ) ৯ দিন
- (ঘ) ১১ দিন

(১)

১৭. সোহেলের বাবা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। তিনি নিচের কোন কাজটিতে অংশ নিতে পারছেন? [প্রযোগ]

- (ক) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা
- (খ) জমুরি অবস্থা ঘোষণা করা
- (গ) দুর্যোগময় মুছুর্তে সেবা করা
- (ঘ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা

(১)

১৮. জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে— /চাকা পেশিকেনসিয়াল মডেল অক্সে/

- i. মূলতুবি প্রস্তাবের মাধ্যমে
- ii. নিম্না প্রস্তাবের মাধ্যমে
- iii. সংসদ বয়কট করার মাধ্যমে

(১)

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
- (খ) ii, iii
- (গ) i, ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

(১)

উদ্দীপকটি পঞ্জো এবং পরবর্তী ১৯ ও ২০ দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশের একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'X' দল ২৩০ 'Y' দল ৩০ এবং 'Z' দল ২৭টি আসন লাভ করে।

/৪ কো ১০/

১৯. 'Y' দল জাতীয় সংসদে কোন পদটি লাভ করবে?

- (ক) স্পিকার
- (খ) ডেপুটি স্পিকার
- (গ) বিশেষ দলীয় নেতা
- (ঘ) সংসদ নেতা

(১)

২০. জাতীয় সংসদে 'X' দল এককভাবে করতে
পারবে—

- i. সংবিধান পরিবর্তন
- ii. সংবিধান সংশোধন
- iii. শাস্তি মওকফ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii, iii
- (খ) i, iii
- (গ) ii, iii
- (ঘ) i, ii, iii

৫

★★ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২১. জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেন কে? /সংসদের অন্তর্ভুক্ত
চর্চা।

- (ক) সুপ্রিম কোর্ট
- (খ) অর্থ মন্ত্রণালয়

- (গ) প্রধানমন্ত্রী
- (ঘ) জাতীয় সংসদ

৬

২২. দায়িত্বগত দিক থেকে জাতীয় সংসদের প্রাণ বলা
হয় কাকে? [জ্ঞান]

- (ক) স্পিকারকে
- (খ) সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের
- (গ) হুইপকে
- (ঘ) সংসদ সদস্যদের

৭

২৩. কোনটির মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ শাসন
বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেন? [জ্ঞান]

- (ক) সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে
- (খ) জনমত গঠন করে
- (গ) রোডমার্চের মাধ্যমে
- (ঘ) বিবৃতি দানের মাধ্যমে

৮

২৪. জাতীয় সংসদে গঠনমূলক সমালোচনা ও কার্যকর
ভূমিকা রাখেন কারা? [জ্ঞান]

- (ক) বিচারকগণ
- (খ) আমলাগণ
- (গ) বিশেষ দলীয় সংসদ সদস্যগণ
- (ঘ) সংসদ সদস্যগণ

৯

২৫. সংসদ ও এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার
হলো—[অনুধাবন]

- i. সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে
- ii. সংসদের নিজীয় সচিবালয় থাকবে
- iii. সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংসদ আইন দ্বারা
নির্ধারিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
- (খ) ii, iii
- (গ) i, iii
- (ঘ) i, ii, iii

১০

★ শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

২৬. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ়-দৈনন্দিন, অভাব-
অভিযোগ জাতীয় সংসদে প্রতিফলিত হয় কার
মাধ্যমে? [জ্ঞান]

- (ক) বিশেষ দলের মাধ্যমে
- (খ) প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে
- (গ) সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে
- (ঘ) সাধারণ জনগণের মাধ্যমে

১১

২৭. জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য কোনো মন্ত্রণালয়
বা দপ্তর সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হলে কত
দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়? [জ্ঞান]

- (ক) ৭ দিন
- (খ) ১০ দিন
- (গ) ১৫ দিন
- (ঘ) ৩০ দিন

১২

২৮. জাতীয় সংসদ কোন পদ সূচিতে মাধ্যমে শাসন
কর্তৃপক্ষের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে প্রয়াসী
হন? [জ্ঞান]

- (ক) প্রধান বিচারপতির (খ) বি.সি.এস ক্যাডারের
- (খ) ন্যায়পালের (ঘ) মহাহিসাব নিরীক্ষকের

১৩

২৯. সংসদ সদস্যগণ অর্থবিলের ওপর যে সকল ছাটাই
প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন তা হলো—[অনুধাবন]

i. নীতি অনুমোদন ছাটাই

ii. মিতব্যয় ছাটাই

iii. প্রতীক ছাটাই

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
- (খ) i, iii

- (গ) ii, iii
- (ঘ) i, ii, iii

১৪

★★ প্রধানমন্ত্রী ও তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

৩০. প্রধানমন্ত্রী 'সংসদীয় দলের নেতা' কারণ তিনি—

প্রথমে ১০, তবে ১০/

- (ক) মন্ত্রিসভাকে পরিচালনা করেন

- (খ) সংসদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেন

- (গ) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা

- (ঘ) তার ওপর মন্ত্রিসভার স্থায়িভু নির্ভর করে

১৫

বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা

প্রচলিত? [জ্ঞান]

- (ক) একনায়কতাত্ত্বিক সরকার

- (খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

- (গ) সামরিক সরকার

- (ঘ) সংসদীয় সরকার

১৬

৩১. শাসন বিভাগের মুখ্য শাসক কে? [জ্ঞান]

- (ক) প্রধানমন্ত্রী

- (খ) রাষ্ট্রপতি

- (গ) স্পিকার

- (ঘ) প্রধান বিচারপতি

১৭

৩২. 'জাতীয় সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে প্রধানমন্ত্রীর
পদ শূন্য হবে, অন্য কোনো পদ্ধতি নয়'—

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে? [জ্ঞান]

- (ক) ৫৬নং অনুচ্ছেদে

- (খ) ৫৭ নং অনুচ্ছেদে

- (ঘ) ৫৮ নং অনুচ্ছেদে

১৮

★★ মন্ত্রিপরিষদের গঠন ও কার্যাবলি

৩৩. মন্ত্রণালয়ে 'মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক' কে? [জ্ঞান]

- (ক) মন্ত্রী

- (খ) প্রতিমন্ত্রী

- (গ) উপমন্ত্রী

- (ঘ) সচিব

১৯

৩৪. কোনটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর প্রধান কাজ? /সরকার
ক্ষমতাবান পদের পৃষ্ঠা কুলনা/

- (ক) দলের পক্ষে কথা বলা

- (খ) সচিবকে সাহায্য করা

- (গ) সচিবদের কাজে তদারকি করা

- (ঘ) প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করা

২০

৩৫. মন্ত্রিপরিষদে টেকনোজ্যুটি মন্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ

ক ত শতাংশ হয়ে থাকে? [জ্ঞান]

- (ক) এক-পঞ্চাশ

- (খ) এক-সপ্তাশ

- (গ) এক-দশাশ

২১

৩৬. কে মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেন? [জ্ঞান]

- (ক) প্রধানমন্ত্রী

- (খ) প্রতিমন্ত্রী

- (গ) উপমন্ত্রী

- (ঘ) স্পিকার

২২

৩৭. সংসদে উত্থাপিত নীতিগুলো কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান]

- (ক) সরকারি নীতি

- (খ) বেসরকারি নীতি

- (গ) আঞ্চলিক নীতি

- (ঘ) উন্নীপুক্তি পত্রে পরবর্তী ৩৯ ও ৪০নং প্রশ্নের উত্তর

২৩

'ক' রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত এবং
শৈখৰভাবে তাদের কাজের জন্য সংসদের নিকট

জবাবদিহিত করতে বাধ্য। পক্ষান্তরে 'খ' রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার
জবাবদিহিত শাসন বিভাগের কাছে ন্যস্ত। /৩৮ বৰ্ষ ১০/

৩৯. উকীপক্ষের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি

হলো—

- (ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত

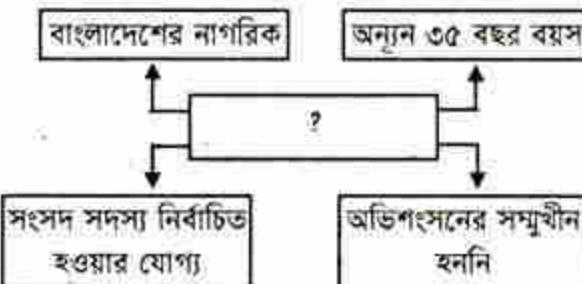
- (খ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা

- (গ) একনায়কতাত্ত্বিক

- (ঘ) রাজতাত্ত্বিক

২৪

৪০. উন্নীপকের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি
'খ' রাষ্ট্রের চাইতে অধিকতর উপযোগী। কারণ—
 i. আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের
জবাবদিহিত।
 ii. অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা
 iii. বিচার বিভাগের প্রাধান
নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i, ii ২. i, iii ৩. ii, iii ৪. i, ii, iii
- ★★ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যবিল**
৪১. রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
 ১. জাতীয় সংসদ সদস্যগণের ভোটে
 ২. মন্ত্রিসভার সদস্যগণের ভোটে
 ৩. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক
 ৪. স্পিকার কর্তৃক
৪২. রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে কমপক্ষে কত
বছর বয়স্ক হতে হবে? [অনুধাবন]
 ১. ৩০ বছর ২. ৩২ বছর
 ৩. ৩৪ বছর ৪. ৩৫ বছর
৪৩. রাষ্ট্রপতিকে অভিশসনের জন্য কী পরিমাণ ভোটের
প্রয়োজন? /১৫ খে ১৬ খে ১৭ খে ১৮ খে ১৯ খে ২০ খে
কর্তৃত মন্ত্রিকাল চাকু অঙ্কুল কাদির মোস্তা সিটি কলেজ,
নরসিংহপুর অঙ্কুল চাকু/
 ১. সকল ২. এক-তৃতীয়াংশ
 ৩. দুই-তৃতীয়াংশ ৪. তিন-চতুর্থাংশ
৪৪. কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দেন?
 /অভিশসনের স্কুল এত কলেজ মন্ত্রিকাল চাকু অঙ্কুল কলেজ
চাকু/
 ১. আইনমন্ত্রী ২. প্রধানমন্ত্রী
 ৩. রাষ্ট্রপতি ৪. স্পিকার
৪৫. কে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ
করবেন? [জান]
 ১. প্রধানমন্ত্রী ২. রাষ্ট্রপতি
 ৩. স্পিকার ৪. চিফ হাইক
৪৬. রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সর্বোচ্চ সীমা কত বছর?
 [জান]
 ১. ৫ বছর ২. ৮ বছর
 ৩. ৯ বছর ৪. ১০ বছর
৪৭. কোন সংশোধনীতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দুই
মেয়াদ পর্যন্ত তার পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন?
 [জান]
 ১. ৫ম ২. ৬ষ্ঠ
 ৩. ৯ম ৪. ১০ম
৪৮. 'ক' বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের
নবম সংশোধনী অনুযায়ী তিনি কত বছর রাষ্ট্রপতি
পদে থাকতে পারবেন? [প্রয়োগ]
 ১. সর্বোচ্চ দশ বছর ২. পাঁচ বছর
 ৩. ১ মেয়াদ ৪. দশ বছরের বেশি
৪৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিনের উপাধি
কী? [জান]
 ১. চ্যামেলন ২. রাষ্ট্রপতি
 ৩. স্পিকার ৪. প্রধানমন্ত্রী
৫০. রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তার
অনুপস্থিতিতে কে দায়িত্ব পালন করবেন? [জান]
 ১. প্রধানমন্ত্রী ২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
 ৩. একাডেমি জেনারেল ৪. স্পিকার
৫১. ড. ইউনুস বিদেশে কোনো সম্মান বা উপাধি গ্রহণ
করতে হলে কার অনুমতি প্রয়োজন? [প্রয়োগ]
৫২. প্রধানমন্ত্রী ১. রাষ্ট্রপতি
 ২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৩. স্পিকার
 ৪. বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমতি
 ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না—/১৫ খে ১৬ খে ১৭ খে ১৮
 i. টাকা-পয়সা
 ii. সাহায্য-সহযোগিতা
 iii. উপাধি, ডুর্ঘণ বা সম্মান
নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i, ii ২. i, iii ৩. ii, iii ৪. i, ii, iii
- ★★ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যবিল**
৫৩. রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? [অনুধাবন]
 ১. জাতীয় সংসদ সদস্যগণের ভোটে
 ২. মন্ত্রিসভার সদস্যগণের ভোটে
 ৩. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক
 ৪. স্পিকার কর্তৃক
৫৪. রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে কমপক্ষে কত
বছর বয়স্ক হতে হবে? [অনুধাবন]
 ১. ৩০ বছর ২. ৩২ বছর
 ৩. ৩৪ বছর ৪. ৩৫ বছর
৫৫. রাষ্ট্রপতিকে অভিশসনের জন্য কী পরিমাণ ভোটের
প্রয়োজন? /১৫ খে ১৬ খে ১৭ খে ১৮ খে ১৯ খে
কর্তৃত মন্ত্রিকাল চাকু অঙ্কুল কাদির মোস্তা সিটি কলেজ,
নরসিংহপুর অঙ্কুল চাকু/
 ১. সকল ২. এক-তৃতীয়াংশ
 ৩. দুই-তৃতীয়াংশ ৪. তিন-চতুর্থাংশ
৫৬. কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দেন?
 /অভিশসনের স্কুল এত কলেজ মন্ত্রিকাল চাকু অঙ্কুল কলেজ
চাকু/
 ১. আইনমন্ত্রী ২. প্রধানমন্ত্রী
 ৩. রাষ্ট্রপতি ৪. স্পিকার
৫৭. কে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ
করবেন? [জান]
 ১. প্রধানমন্ত্রী ২. রাষ্ট্রপতি
 ৩. স্পিকার ৪. চিফ হাইক
৫৮. রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সর্বোচ্চ সীমা কত বছর?
 [জান]
 ১. ৫ বছর ২. ৮ বছর
 ৩. ৯ বছর ৪. ১০ বছর
৫৯. কোন সংশোধনীতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দুই
মেয়াদ পর্যন্ত তার পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন?
 [জান]
 ১. ৫ম ২. ৬ষ্ঠ
 ৩. ৯ম ৪. ১০ম
৬০. 'ক' বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের
নবম সংশোধনী অনুযায়ী তিনি কত বছর রাষ্ট্রপতি
পদে থাকতে পারবেন? [প্রয়োগ]
 ১. সর্বোচ্চ দশ বছর ২. পাঁচ বছর
 ৩. ১ মেয়াদ ৪. দশ বছরের বেশি
৬১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিনের উপাধি
কী? [জান]
 ১. চ্যামেলন ২. রাষ্ট্রপতি
 ৩. স্পিকার ৪. প্রধানমন্ত্রী
৬২. রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তার
অনুপস্থিতিতে কে দায়িত্ব পালন করবেন? [জান]
 ১. প্রধানমন্ত্রী ২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
 ৩. একাডেমি জেনারেল ৪. স্পিকার
৬৩. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? [জান]
 ১. জজ কোর্ট ২. প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
 ৩. হাইকোর্ট ৪. সুপ্রিমকোর্ট
৬৪. বিচার বিভাগের দক্ষতাই সরকারের শাসন
ক্ষমতার দক্ষতা ও যোগ্যতার মানদণ্ড'—উক্তিটি
কার? [জান]
 ১. অধ্যাপক লাস্কি ২. জন স্ট্যাট মিল
 ৩. লর্ড ব্রাইস ৪. অধ্যাপক গার্নার
৬৫. সংবিধান বহির্ভূত কোনো বিধানকে অবৈধ ঘোষণা
করে কে? [জান]
 ১. সুপ্রিম কোর্ট ২. জাতীয় সংসদ
 ৩. সালিশ আদালত ৪. জেলা জজ আদালত
৬৬. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে?
 [জান]
 ১. ২০ নম্বর ২. ২২ নম্বর
 ৩. ২৩ নম্বর ৪. ২৫ নম্বর



৫৩. উন্নীপকে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত
একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ইঞ্জিন দেয়া হয়েছে।
ব্যক্তিটি হলেন—

১. রাষ্ট্রপতি ২. প্রধানমন্ত্রী
 ৩. একাডেমি জেনারেল ৪. প্রধান বিচারপতি

৫৪. (?) চিহ্নিত ব্যক্তি নিম্নে কোন কাজটি করে
থাকেন?

১. বাজেট পেশ ২. অধ্যাদেশ জারি
 ৩. মন্ত্রিসভা গঠন ৪. নির্ণয়ক ভোট প্রদান

★★ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো

৫৫. আইনের শাসন নিশ্চিত করার অন্যতম উপায়
হলো—/১৫ খে ১৬ খে ১৭ খে ১৮ খে

১. শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে
সংযুক্তি

২. আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযুক্তি
৩. শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

৪. আইন ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ

৫. দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যিনি কোনো ব্যক্তি বা
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হবেন না—/১৫ খে ১৬ খে ১৭ খে ১৮ খে

১. স্পিকার ২. প্রধান বিচারপতি
 ৩. মন্ত্রী ৪. একাডেমি জেনারেল

৫৬. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? [জান]

১. জজ কোর্ট ২. প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
 ৩. হাইকোর্ট ৪. সুপ্রিমকোর্ট

৫৭. বিচার বিভাগের দক্ষতাই সরকারের শাসন
ক্ষমতার দক্ষতা ও যোগ্যতার মানদণ্ড'—উক্তিটি
কার? [জান]

১. অধ্যাপক লাস্কি ২. জন স্ট্যাট মিল
 ৩. লর্ড ব্রাইস ৪. অধ্যাপক গার্নার

৫৮. সংবিধান বহির্ভূত কোনো বিধানকে অবৈধ ঘোষণা
করে কে? [জান]

১. সুপ্রিম কোর্ট ২. জাতীয় সংসদ
 ৩. সালিশ আদালত ৪. জেলা জজ আদালত

৫৯. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে?

১. ২০ নম্বর ২. ২২ নম্বর
 ৩. ২৩ নম্বর ৪. ২৫ নম্বর

৬১. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা হলে— /দি. ৫ মে ১০/
 i. বিচারক নিয়োগ দেয়া
 ii. আইনের বৈধতা বিচার
 iii. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i. ও ii. ২) i. ও iii.
 ৩) ii. ও iii. ৪) i., ii. ও iii.
- ★ সুপ্রিম কোর্টের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি
৬২. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? [জ্ঞান]
 ১) জজ কোর্ট ২) প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
 ৩) হাইকোর্ট ৪) সুপ্রিম কোর্ট
৬৩. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ প্রদান করেন? [জ্ঞান]
 ১) রাষ্ট্রপতি ২) প্রধানমন্ত্রী
 ৩) স্পিকার ৪) আইন ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রী
৬৪. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিশেষজ্ঞ কোনটি? [অনুধাবন]
 ১) সংসদের নিয়ন্ত্রক
 ২) আইন প্রণয়নের সংস্থা
 ৩) দেশের সর্বোচ্চ আদালত
 ৪) দেশের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগ
৬৫. বিচারকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে কে? [জ্ঞান]
 ১) জনগণ ২) অর্থমন্ত্রী
 ৩) প্রধানমন্ত্রী ৪) জাতীয় সংসদ
৬৬. কোন বিভাগের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার রয়েছে? [জ্ঞান]
 ১) হাইকোর্টের ২) আপিল বিভাগের
 ৩) আইন বিভাগের ৪) শাসন বিভাগের
৬৭. সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়েছে— [অনুধাবন]
 i. অপিল বিভাগ নিয়ে
 ii. হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে
 iii. শাসন বিভাগ নিয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i. ও ii. ২) i. ও iii.
 ৩) ii. ও iii. ৪) i., ii. ও iii.
- ★★ অধস্তুন আদালতের কাঠামো
৬৮. জেলা বিচারক নিয়োগ করেন কে? [জ্ঞান]
 ১) রাষ্ট্রপতি
 ২) প্রধানমন্ত্রী
 ৩) স্পিকার
 ৪) আইন ও বিচারবিষয়ক মন্ত্রী
৬৯. জেলা বিচারকের পদের জন্যে যেকোনো ব্যক্তির ন্যূনতম কয় বছর কাল এ্যাডভোকেট হিসেবে কর্মসূত থাকার যোগ্যতা থাকতে হবে? [জ্ঞান]
 ১) পাঁচ ২) সাত
 ৩) দশ ৪) বার
৭০. মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে কার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান]
 ১) জেলা জজ আদালতের
 ২) দায়রা জজ আদালতের
 ৩) আপিল বিভাগের ৪) সুপ্রিম কোর্টের
৭১. সরকারি কর্মকমিশনের দ্বারা নিযুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অর্ধদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ তান্ত্রের কর্মের শর্তাবলি সংক্রান্ত বিষয় কার এখতিয়ারভূক্ত? [অনুধাবন]
 ১) সুপ্রিম কোর্টের ২) হাইকোর্টের
 ৩) প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের
 ৪) অধস্তুন আদালতের
৭২. দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্যে জেলার সর্বোচ্চ আদালত— [জ্ঞান]
 ১) জেলা আদালত
 ২) হাইকোর্ট
 ৩) দায়রা জজের আদালত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i. ও ii. ২) i. ও iii.
 ৩) ii. ও iii. ৪) i., ii. ও iii.
- ★★ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ
৭৩. বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের যৌক্তিকতা কোনটি? /দি. ৫ মে ১০/ [জ্ঞান]
 ১) বিচারকদের মর্মাদা বৃন্দি
 ২) বিচার বিভাগের উৎকর্ষ বৃন্দি
 ৩) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
 ৪) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
৭৪. বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
 ১) আইন বিভাগের অধীনতায়
 ২) বিচার বিভাগের পৃথকীকরণে
 ৩) বিচারপতি নিয়োগে
 ৪) আইনজীবীদের রাজনীতির অনুপস্থিতিতে
৭৫. বিচার ব্যবস্থার উন্নতমান সংরক্ষণের জন্যে বিচারক ও আইন কর্মকর্তাদের কোনটি অপরিহার্য? [অনুধাবন]
 ১) উন্নতমানের আবাসন সুবিধা
 ২) উন্নতমানের প্রশিক্ষণ
 ৩) উপযুক্ত বেতন ভাতা
 ৪) নৈতিকতার আবহ সৃষ্টি
৭৬. কোনটি সংবিধানের বক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে? [জ্ঞান]
 ১) বিচার বিভাগ ২) আইনের শাসন
 ৩) সেশন জজ ৪) যুগ্ম জজ
- ★★ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
৭৭. প্রশাসনিক পদসোপানে সচিবের পরই কার অবস্থান? [জ্ঞান]
 ১) অতিরিক্ত সচিব ২) যুগ্ম সচিব
 ৩) উপসচিব ৪) সহকারী সচিব
৭৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান কে? [জ্ঞান]
 ১) প্রধানমন্ত্রী ২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব
 ৩) রাষ্ট্রপতি ৪) প্রধান বিচারপতি
৭৯. সকল মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়সাধন করেন কে? [জ্ঞান]
 ১) অর্থমন্ত্রী ২) রাষ্ট্রপতি
 ৩) মন্ত্রিপরিষদ ৪) প্রধানমন্ত্রী
- ★★ সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলি
৮০. প্রশাসনিক পদসোপানে অতিরিক্ত সচিবের পরই কার অবস্থান? [জ্ঞান]
 ১) যুগ্মসচিব ২) উপসচিব
 ৩) সহকারী সচিব ৪) প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৮১. মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের কাজ কারা সম্পাদন করে থাকেন? [জ্ঞান]
 ১) সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ
 ২) মন্ত্রীগণ
 ৩) বিচারপতিগণ ৪) প্রধানমন্ত্রী
৮২. একটি মন্ত্রণালয়ে কয়েজন যুগ্ম সচিব থাকেন? [জ্ঞান]
 ১) ১ জন ২) ২ জন
 ৩) ৩ জন ৪) একাধিক

★☆ বিভাগীয় প্রশাসন

৮৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রের পরেই
কীসের স্থান? [জ্ঞান]

- (ক) বিভাগীয় প্রশাসন
- (খ) জেলা প্রশাসন
- (গ) উপজেলা প্রশাসন
- (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ

১

৮৪. জেলা প্রশাসকগণের কাজের সমন্বয়সাধন ও
নির্মাণ করেন কে? [জ্ঞান]

- (ক) বিভাগীয় কমিশনার
- (খ) যুগ্ম সচিব
- (গ) সচিব
- (ঘ) উপসচিব

২

৮৫. বিভাগীয় কমিশনার কানের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক
কাজের সমন্বয়সাধন করেন? [জ্ঞান]

- (ক) জেলা প্রশাসকদের
- (খ) কমিশনারদের
- (গ) মেয়ারদের
- (ঘ) চেয়ারম্যানদের

৩

৮৬. কোনো কর্মকর্তার কাজে অগ্রগতি পরিলক্ষিত না
হলে বিভাগীয় কর্মকর্তা কী করবেন? [জ্ঞান দক্ষতা]

- (ক) তাকে পদচ্ছত করবেন
- (খ) তাকে অকার্যকর করবেন
- (গ) তাকে বদলির সুপারিশ করবেন
- (ঘ) তাকে পদেন্মতি দেবেন

৪

৮৭. বিভাগীয় কমিশনারের সেবামূলক কাজ হলো—
[অনুধাবন]

- (ক) দুর্ভিক্ষেত্র প্রকোপ ত্বাস
- (খ) খাল খনন
- (গ) বন্যাদুর্গতদের সহযোগিতা
- (ঘ) নিচের কোনটি সঠিক?

৫

★ জেলা প্রশাসন

৮৮. জেলা প্রশাসনের প্রধান কে? [জ্ঞান]

- (ক) যুগ্ম সচিব
- (খ) জেলা প্রশাসক
- (গ) সহকারী কমিশনার
- (ঘ) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার

৬

৮৯. জেলা প্রশাসনের চাবিকাঠি কে? [জ্ঞান]

- (ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
- (খ) জেলা প্রশাসক
- (গ) সহকারী কমিশনার
- (ঘ) সিনিয়র সহকারী কমিশনার

৭

৯০. কোন শাসক সর্বান্ধম প্রশাসন ও কর আদায়ের
সুবিধার্থে প্রদেশকে কেন্দ্রগুলো 'সরকারে' বিভক্ত
করেন? [জ্ঞান]

- (ক) সম্মাট আকাবর
- (খ) সম্মাট বাবর
- (গ) শেরশাহ
- (ঘ) সম্মাট হুমায়ুন

৮

৯১. বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক একক
কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) বিভাগ
- (খ) মন্ত্রণালয়
- (গ) জেলা
- (ঘ) সচিবালয়

৯

৯২. 'ক' কুমিল্লা জেলার একজন জেলা প্রশাসক। তিনি
কেন্দ্রিনে একবার তার জেলা ঘুরে দেখবেন?
[অনুধাবন]

- (ক) তিন মাসে
- (খ) চার মাসে
- (গ) এক বছরে
- (ঘ) দুই বছরে

১০

৯৩. জেলা প্রশাসক আপিল শব্দল করেন— [অনুধাবন]

- (ক) প্রথম শ্রেণির ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট থেকে
- (খ) দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট থেকে
- (গ) তৃতীয় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট থেকে

১১

- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) । ও ॥
 - (খ) । ও ॥
 - (গ) ॥ ও ॥
 - (ঘ) ।, ॥ ও ॥

১২

৯৪. ডেপুটি কমিশনার যে কাজ করেন— / কলে ১০.

- যা কো. ১০।

১. জেলার সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ

২. দণ্ড মওকুফ

৩. ফৌজদারি মামলা পরিচালনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) । ও ॥
- (খ) । ও ॥

- (গ) ॥ ও ॥
- (ঘ) ।, ॥ ও ॥

১৩

★☆ উপজেলা প্রশাসন

৯৫. বাংলাদেশে কতটি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে?

[জ্ঞান]

- (ক) ৪৮০টি
- (খ) ৪৮২টি

- (গ) ৪৮৯টি
- (ঘ) ৪৯০টি

১৪

ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা কোন প্রশাসনের

কাজ? [জ্ঞান]

- (ক) ইউনিয়ন পরিষদ
- (খ) উপজেলা পরিষদ

- (গ) জেলা পরিষদ
- (ঘ) ভূমি উন্নয়ন পরিষদ

১৫

উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত হয় কানের স্বারা?

[জ্ঞান]

- (ক) স্থানীয় জনগণ স্বারা

- (খ) রাজনৈতিক নেতাদের স্বারা

- (গ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

- (ঘ) বিদ্রোধী দলীয় নেতাদের স্বারা

১৬

কোনটি উপজেলা প্রশাসনে বিশেষ অবদান রাখে?

[জ্ঞান]

- (ক) সময় ও অর্থসংস্থান

- (খ) কৃষি উন্নয়ন

- (গ) জন স্বাস্থ্য রক্ষা
- (ঘ) বিচারকার্য সম্পাদন

১৭

উপজেলা প্রশাসন যেসব ভাতা প্রদান করে—

[অনুধাবন]

- (ক) ব্যাস্ক ভাতা

- (খ) বেকার ভাতা

- (গ) প্রতিবন্ধী ভাতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) । ও ॥
- (খ) । ও ॥

- (গ) ॥ ও ॥
- (ঘ) ।, ॥ ও ॥

১৮

★☆ মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক

১০০. বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের মূল

কেন্দ্র কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) মন্ত্রণালয়
- (খ) মন্ত্রীপরিষদ

- (গ) সচিবালয়
- (ঘ) আইন পরিষদ

১০১

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নির্দেশনা উপজেলা প্রশাসনে

কোন প্রশাসনের মাধ্যম হয়ে আসে? [জ্ঞান]

- (ক) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

- (খ) জেলা প্রশাসন

- (গ) বিভাগীয় প্রশাসন

- (ঘ) পৌর প্রশাসন

১০২

গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) সুশীকৃত নির্বাচকমণ্ডলী

- (খ) জনমতের বিকাশ না ঘটা

- (গ) নির্বাচন

- (ঘ) ব্যালট বাস্তু বিতরণ

১০৩

বর্তমানে কেন্দ্রের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

রয়েছে— [অনুধাবন]

- (ক) বিভাগ
- (খ) জেলা

- (গ) থানা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) । ও ॥

- (খ) ॥ ও ॥

- (গ) ।, ॥ ও ॥

১০৪